আধ্যাত্মিক জ্ঞানোপদেশ

শ্রীনাথ ঘোষ প্রণীত

২য় সংস্করণ

কলিকাতা

১৩৮৮

Jc. 446. 5

শ্রীশ্রীহরি।

পরম পবিত্রাত্মা।

পবিত্র হও;

তাঁহাকে দর্শন পাইবেন।

OUT OF PRINT

পবিত্র সিংহাসনের উপর ধর্ম্মরাজ উপবেশন করিয়াছেন।

পাপীর আর ভয় নাই।

পবিত্র হইলেই অমরাপুর নিত্যানন্দধামে বাস করিবেন।

ধন্য ভারতমাতা পুণ্যভূমি, তুমি পাপিতাপিতের সত্যজ্ঞানবুদ্ধিচৈতন্য-প্রদাযিনী, বত্নগর্ব্ভা, অন্ধকারেব জ্যোতিঃ, মাগো! তোমার উপর কত শত ব্যভিচাব অত্যাচার পাপ অধর্ম্ম সব কবিতেছে ও কত অঘটন ঘটনা সকল হইতেছে, কবে যে অপবিত্রতা, পাপ এবং অধর্ম্ম সকল যাইয়া, প্রকৃত ধর্ম্ম ও সত্যের জয় হইবে, তাহা হইলেই, তোমার সকল দুঃখ যন্ত্রণা দূর হইয়া যাইবে। তোমাতে যাহা নাই, তাহা কোথাও নাই। যাঁহার মন ও হৃদয়ক্ষেত্র শুচি শুদ্ধ নির্ম্মল পবিত্র হইয়াছে, তাহাতে এই সকল মহাবাক্য ব্রহ্মমন্ত্রের বীজের সার শব্দবেদ সব পড়িতেছে, সাধন পালন ও রক্ষা করিতে পারিলেই, অঙ্কুর হইয়া মহা মহা বৃক্ষ সকল উৎপন্ন হইয়া, চতুর্ব্বর্গ অর্থাৎ ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষের ফল সব প্রাপ্ত হইয়া, ভোগ ও অমৃত সুধারস পান আস্বাদন এবং ভক্ষণ করিতে করিতে ক্রমে ক্রমে পরিপাক করিয়া অমর হইয়া, দেহাত্মামনপ্রাণ পুষ্টি কান্তি বলযুক্ত উন্নত প্রফুল্ল ও প্রসন্ন হইতে থাকিবে। পরমেশ্বরের বাক্যই বেদ, যাহা দৈববাণীর আদেশ বিবেককর্ণে শ্রবণ হইতেছে, এবং বিশ্বাসেব জ্ঞাননযনে তাঁহাকে সংযোগেই প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া অবলোকন হইতেছে। ভক্তি প্রেম সেবাই সুখ আনন্দ শান্তি ও মোক্ষ মুক্তির উপায়, ভক্তি-জ্ঞানে যোগ হইলেই, সকলকার সুখ আনন্দ সব প্রসব হইতে থাকে, সুখানন্দ শান্তিই মোক্ষ মুক্তি স্বর্গধাম, উপায়ের কাবণ কেবলই মঙ্গলময় সচ্চিদানন্দ শ্রীহবির কৃপা, তাঁহার পূজা অর্চ্চনা বন্দনা আবাধনা উপাসনা সাধনা প্রার্থনা করিতে করিতে সময়ক্রমে সকলেই চৈতন্যবুদ্ধিজ্ঞান প্রাপ্ত হয়, প্রকৃতবুদ্ধি সত্যজ্ঞানই পরব্রহ্ম চিন্ময় পরমাত্মা চৈতন্য, যিনি সকলকে দয়া ও কৃপা করিয়া চেতনা দিতেছেন, যাঁহারা সচেতন হইয়া চৈতন্য পাইতেছেন, তাঁহারাই ধন্য ভাগ্যবান্। একেবারে পাপাদি অধর্ম্ম সম্বন্ধে মরিলেই, পুনর্জন্ম দ্বিজ পুনর্জাত হইয়া অমর অনন্ত নবজীবন প্রাপ্ত হয়।

ব্রহ্ম কৃপা হি কেবলং।

শ্রীশ্রীঈশ্বর

শরণম্।

(পরম সদ্গুরু জ্ঞান ও পুরোহিত রসনা।)

তুমি পতিতপাবন শ্রীহরি নারায়ণ * সর্ব্বত্র বর্ত্তমান মঙ্গলময় এবং আমার মঙ্গলদায়ক।

সত্য-শিব-সুন্দর-জ্ঞানচৈতন্য।

ধ্যান।

প্রভো!

আমি মহাপাপী নরাধম, এই গঙ্গাজলেতে † স্নান করিয়া অভিষেক হইয়া পবিত্র হইতেছি, তুমি এক্ষণে কৃপা করে তব পুণ্যপ্রেমবারি ও জ্ঞানাগ্নিতে আমার দেহ আত্মা মনকে অভিষেক করিয়া পবিত্র কর।

(সৎ-চিৎ-আনন্দ ‡ সচ্চিদানন্দ নাম তিনবার উচ্চারণ করিয়া ডুব দিতেছি।)

আমি সচ্চিদানন্দ নামের জাতিতে পুনর্জাত হইয়া, তোমার শরণাগত হইতেছি, তুমি এক্ষণে কৃপা করে আমার হৃদয়মন্দিরে বাস কর, আমি কিছুই জানি নাই। যাহা করাইবেন, তাহাই করিব, যাহা বলাবেন, তাহাই বলিব, এবং যে পথে লইয়া যাইবেন, সেই পথেই চলিব, তুমিই আমার নেতা।

৭ই আষাঢ়, বুধবার পূর্ণিমা জগন্নাথের অভিষেকের স্নানের দিবস। সন ১২৯০ সাল।

তব শ্রীচরণে প্রণাম করি, আশীর্ব্বাদ কর।
দাস
শ্রীশ্রীনাথ ঘোষ।

সাবধান! সাবধান! সাবধান!

বিবেক কর্ণেতে যাহা শ্রবণ করিবে, তাহাই করিবে ও কহিবে, আর জীবনেতে যতক্ষণ না প্রত্যক্ষ দর্শন হইতেছে, ততক্ষণ কিছুই কথনই বিশ্বাস করিও না, অপরের বিশ্বাস সে অন্ধবিশ্বাস কোন ফল নাই।

---

* হরি অর্থাৎ যিনি ত্রিতাপ ও মনের অমঙ্গলকে হরণ করেন এবং প্রেম দিয়া মনকে হরণ করেন, নারায়ণ জল।

† গঙ্গাজল না পাইলে এই জলে স্নান করিয়া অভিষেক হওয়া যায়, কারণ জলই নারায়ণ।

‡ সৎ-সত্যস্বরূপ, চিৎ চৈতন্যস্বরূপ, আনন্দ-আনন্দস্বরূপ; শ্রীহরিই সচ্চিদানন্দ।

শ্রীশ্রীঈশ্বর

আশা ভরসা সহায় শরণং।

তুমি সর্ব্বত্র বর্ত্তমান, মঙ্গলময় এবং আমার মঙ্গলদায়ক। কৃপা করে আমার হৃৎপদ্মাসনে উপবেশন কর, তব শ্রীচরণ পূজা অর্চ্চনা, বন্দনা আরাধনা উপাসনা সাধনা করি, হৃদয়ের নাথ প্রকাশিত হও।

সত্য-শিব-সুন্দর-জ্ঞানচৈতন্য।

ধ্যান।

হে অনাদি অনন্ত অসীম অবিনাশী অক্ষয় অখণ্ড নির্ব্বিকার নিষ্কলঙ্ক নির্ম্মল বিশুদ্ধ পরম পবিত্রাত্মা! তুমিই অদ্বৈত ইচ্ছাময় দ্বৈতাদ্বৈত, অখিল ব্রহ্মাণ্ডনাথ পরব্রহ্ম চিন্ময়চৈতন্য নিরাকার নির্ব্বর্ণ অরূপ ভূমান মহান, ভগবন্ নারায়ণ আশুতোষ স্বয়ম্ভু, শম্ভু শিব বিষ্ণু বিধাতা বিরিঞ্চি ব্রহ্মা রাম কৃষ্ণ কালী দুর্গা সকলেতেই বিরাজমান, সর্ব্বাত্মাতেই স্বপ্রকাশ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বশক্তিমান সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বদর্শী সর্ব্বসাক্ষী সর্ব্বাঙ্গ প্রত্যেকাঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিরাট-মূর্ত্তি অপরূপ সুন্দর মনোহর ভুবনমোহন হিরণ্যগর্ভা তেজঃ জ্যোতি অনন্ত-রূপী, বিশ্বম্ভর বিশ্বরূপী জগদীশ জগদ্ধাত্রী জগদাধার, কেশব বাসুদেব মহাদেব বিভু ভূপতি সম্রাট প্রজাপতি, চিন্তামণি যোগেশ্বর যজ্ঞেশ্বর মহেশ্বর মহারাজা রাজ্যেশ্বর সর্ব্বেশ্বর, ত্রৈলোক্যনাথ জগন্নাথ বিশ্বনাথ বৈকুণ্ঠনাথ শ্রীনাথ দীননাথ তারকনাথ প্রাণনাথ, নিরঞ্জন সচ্চিদানন্দ নিত্যানন্দ সদানন্দ, অন্তর্যামী আত্মাজীবনপ্রাণ, চৈতন্য জ্ঞান বুদ্ধি বিদ্যা সদ্গুরু, সত্যসৎসার, বিশ্বসংসারের বিচারকর্ত্তা ধর্ম্ম যাথার্থিক ন্যায়পরায়ণ বেদবিধি বিধানকর্ত্তা, পুণ্যদাতাবাঞ্ছাকল্পতরু পরমহিতৈষী দয়াময় স্নেহময় করুণাময় প্রেমময় মঙ্গলময়, গোবিন্দ শ্রীপতি শ্রীধর জনার্দ্দন প্রতিপালক গোপাল গদাধর অসুর-নাশী দর্পহারী বিপদভঞ্জন মধুসূদন, সঙ্কটহারী দুর্গতিহারী দুঃখবিনাশী, সুখ আনন্দ শান্তি, সৃষ্টি স্থিতি পালন সংহার প্রলয় ও মহাপ্রলয় দায় আপদ বিপদের রক্ষা এবং ত্রাণকর্ত্তা পতিতপাবন পরিত্রাতা প্রাণবল্লভ শ্রীকান্ত প্রাণকান্ত মদনমোহন গোলোকপতি জগৎস্বামী রাসলীলাবিহারী রসরাজ রসময় আত্মরমণ নাগর নটবর শ্রীহরি। তব শ্রীচরণে প্রণাম করি।

আরাধক, উপাসক, সাধক,

শ্রীশ্রীনাথ ঘোষ।

পূজা অর্চ্চনা বন্দনা প্রার্থনা যাচ্ঞা যাগ যজ্ঞ হোমাদি।

প্রভো!

তোমার পবিত্র নাম দিন দিন আদৃত হউক, তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই সম্পূর্ণ হউক। ঠাকুর! দয়া করিয়া এই কৃপা করুন যেন আমি তোমার ইচ্ছার অধীন আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া, কেবলই তোমারই সকল কর্ম্ম কার্য্য সাধন পালন ও রক্ষা করিতে পারি, এই আশীর্ব্বাদ করিয়া সকল বিষয় পূর্ণ কর।

২। আমি মহাপাপী নরাধম জন্তু পশু অধম ক্ষুদ্রবেণু কীট, স্বয়ং নিজে ও দুরাচার পাপাত্মাদের অধীন হইয়া জাগরণ নিদ্রা সুষুপ্তি শয়ন স্বপ্নতে এবং অজ্ঞান ও জ্ঞানেতে কত শত মহা মহা পাপাধর্ম্ম যতদূর সীমা আছে, সকলই আমি করিয়াছি, আর না করি এই আশীর্ব্বাদ করুন, এই পাপবিষের যন্ত্রণায় আমি মহা পীড়িত হইয়া ক্রমে ক্রমে ভয়ানক যাতনার পাপরূপ দুঃখসমুদ্রে মগ্ন হইয়াছি, আমার আর কোন বল শক্তি ক্ষমতা সাধ্য নাই যে ইহা হইতে উদ্ধার হই, একারণ আমার মন হৃদয় অন্তঃকরণ দেহাত্মা প্রাণ জীবন যাহা কিছুই আমাতে আছে, তাহা সমুদয় উপকরণেতে নৈবেদ্য করিয়া, উপহার তব অভয় শ্রীপাদপদ্মে অর্পণ করিতেছি ও শরণাগত হইয়া এ সংসার তব শ্রীচরণে সমর্পণ করিতেছি, এবং স্বমুখের বাক্যপুষ্প সকল ভক্তিচন্দনেতে তব শ্রীচরণ পূজা অর্চ্চনা বন্দনা করিয়া পুষ্পাঞ্জলি শ্রীপাদপদ্মে দিতেছি, আর আমার যে অহং সিংহ আমিত্বকে তব জ্ঞান-অসি ও শান্তিখড়্গেতে বলিদান দিয়া মহাপ্রায়শ্চিত্ত করিয়া অনুতাপের সহিত তব পুণ্যজ্ঞানাগ্নিতে পাপাধর্ম্মতম-অহঙ্কারকে মহাযাগ যজ্ঞ হোম করিয়া আহুতি ক্রমে ক্রমে দিতেছি। দয়াময়! এক্ষণে আমার সকল অপরাধ দোষ ক্ষমা করিয়া, ত্বরায় এই মহাপাপ ব্যাধি হইতে আরোগ্য করিয়া, মুক্ত ও পবিত্র করিয়া আমাকে গ্রহণ করুন, তুমি আমার পরম পিতা মাতা সদ্গুরু স্বামী মিত্র বন্ধু সুহৃদ সখা সহায় ও সম্পত্তি, তুমি আমার সর্ব্বস্ব ধন, আমি তোমার অপ্রিয় কুসন্তান তনয় অজ্ঞান মূঢ়, না জানি ভজন না জানি পূজন অথবা কিছুতেই তব শ্রীচরণের

দাসের যোগ্য নহি। পতিতপাবন! নিজগুণে কৃপা করে এ অধম মহাপাপী নরাধমকে এই ভয়ানক পাপরূপ যন্ত্রণাব ভবসাগর হইতে উদ্ধার করিয়া পবিত্রাণ করুন। ভগবন্! তুমি যে ভবেব কাণ্ডারী এক্ষণে তব শ্রীচরণ-তরীতে আশা ভরসা ও নির্ভর করিতেছি আর আমার কোন উপায় নাই।

৩। করুণাময়! আমার শুভসময কখন হইবে, তোমার স্বর্গরাজ্যেব অধিকাবী হইয়া, তব শ্রীচবণ সদৎ দর্শন করিব, এবং শ্রীমুখের মধুর অমৃত বাণী শ্রবণ করিব ও তব পুণ্যপ্রেমবাবিতে আমার ত্রিতাপের তাপিতানলের দহনের যন্ত্রণায় দেহ মন প্রাণকে শীতল করিব। দয়াময দীননাথ! কৃপা করে এ দীনহীনকে দেখা দিযা তব শ্রীচরণে অতি ত্বরায় এ শরণাগত মহা-পাপী নরাধমকে স্থান দান করুন, আর যে পাপের যন্ত্রণার জ্বালা সহ্য ও ভোগ করিতে পারি না।

৪। সকল জীবাত্মা নর নাবী ভ্রাতা ভগিনীদের প্রতি কৃপা করিযা সুবুদ্ধি প্রদান করুন, যেন ইহাদেব সকলকার রতি মতি গতি তোমাতেই হয, আমাদের সকলকে সর্ব্বদা রক্ষা করুন ও সুস্থ রাখুন।

৫। মঙ্গলময়! সকল বিষয়েতে সব মঙ্গল করুন, নিবেদন ইতি। তব শ্রীচরণে প্রণাম করি আশীর্ব্বাদ কর।

দাস, সেবক

শ্রীশ্রীনাথ ঘোষ

সাধু ভক্ত পবিত্র মহাত্মাদের শ্রীচরণে নমস্কার করিতেছি।

তোমবা সকলে আমার প্রতি দযা করিয়া কেবল এই কৃপা ও সাহায্য কর, যাহাতে তোমাদের সহিত ত্বরায় সংযুক্ত হইয়া শ্রীহরি জগদীশ্বরের নামের কীর্ত্তন সঙ্কীর্ত্তন ও গুণানুবাদ গান করিতে করিতে চির অনন্তকাল সুখে সদানন্দেতে কালযাপন করিতে পারি, এই বাঞ্ছা সকলে পূর্ণ কর।

সেবক,

শ্রীশ্রীনাথ ঘোষ।

পিতা মাতা * ভ্রাতা ভগিনীদেরণ† শ্রীচরণে নমস্কার করিতেছি।

তোমরা আমার সকল দোষ অপরাধ ক্ষমা কর, এই নিবেদন করিতেছি।

সেবক,

শ্রীশ্রীনাথ ঘোষ।

শান্তি, শান্তি, শান্তি।

মায়া মোহ পাপ হইতে উদ্ধার হইয়া, মোক্ষ মুক্তি হইবার উপায়।

দেহাত্মামনপ্রাণের তত্ত্ব চিন্তা চর্চ্চা আলোচনা করিলেই ধর্ম্মাধর্ম্ম ও পাপপুণ্যের সকল বোধ হইয়া চৈতন্যবুদ্ধিজ্ঞান হয়, আত্মাই সকলকার জীবনবেদ, দেহাত্মাজীবনপ্রাণমনেতেই সকলই সব রহিয়াছে, প্রাণ আত্মা মন নিরাকার আধ্যাত্মিক ভিতর অন্তর ও দেহ সাকার বাহ্য বাহিরের জগৎব্রহ্মাণ্ড, মনুষ্য ও সকল জীবই এজন্যই সকলেই নিরাকার সাকার, মানব হওয়া অতি দুর্লভ জন্ম, নর কিংবা নারী একজন সামান্য জীব নয়, নরনারীরাই সাধনাতে সিদ্ধ হইয়া সময়েতে দেবদেবী হইবেন, যাহার পাপপুণ্য ধর্ম্মাধর্ম্ম সৎ অসৎ ভালমন্দ সত্যমিথ্যা ও হিতাহিত বোধ হইয়া; চৈতন্যবুদ্ধিজ্ঞান হয় নাই, তিনিই জন্তু পশু অধম কীট পাষাণ জড় পদার্থ, কেবলই মনুষ্যের সকল আকার আছে, কিন্তু অধম কীট জন্তু পশু প্রেত ভূত পিশাচ দানব দৈত্য শাঁখচিন্নী পেতনী রাক্ষস অসুর শয়তান কালসর্পের সব কর্ম্ম কার্য্য সকল করিতেছে, দেহ কেবলই সৎকার্য্যের নিমিত্ত, কর্ম্ম ও জ্ঞান ইন্দ্রিয়ের অধীন। প্রাণমনই জ্ঞান ও কর্ম্ম দশ ইন্দ্রিয়ের এবং ষড়রিপুর সমষ্টি মূলাধার অন্তরাত্মা অথবা জীবাত্মা, মনই কেবলই সুখদুঃখ ভোগের কারণ, আত্মাই চৈতন্যবুদ্ধিজ্ঞান পরমাত্মার মহা-

---

* পিতামাতা যাঁহারা পরলোকে গমন করিয়াছেন, কিন্তু সকলকার পরম পিতা মাতা শ্রীহরি পরব্রহ্ম পরমেশ্বর।

† ভ্রাতা ভগিনী অর্থাৎ এ জগতের সকল জীবাত্মা নর নারী মনুষ্যগণ।

ধ্বাঞ্জ কারণবারি, জীব সকল সাধনাতে ক্রমে ক্রমে সময়েতে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইবেন।

২। শ্রীশ্রীঈশ্বরের আজ্ঞা নিয়ম সাধন পালন ও রক্ষা করা ধর্ম্ম পুণ্য কর্ত্তব্য সৎকার্য্য এবং লঙ্ঘন করাই অধর্ম্ম পাপ অপবিত্র অসৎকর্ম্ম হয়, সত্যে ধর্ম্মের উৎপত্তি, দয়াতে বৃদ্ধি, ক্ষমাতে স্থিতি এবং লোভেতেই বিনাশ, ধর্ম্ম বল শক্তি ও প্রেম রত্ন অর্থ ধন সঞ্চয় করিতে বড়ই কষ্ট ও ক্লেশ পাইতে হয়, ধর্ম্ম আজকাল এখন এই কএক প্রকারে প্রচলিত, সাংসারিক সামাজিক কিংবা সাম্প্রদায়িক এবং শারীরিক ও আধ্যাত্মিক, ধর্ম্মের একই সত্য নিয়ম বেদ বিধি বিধান কিন্তু নানান ব্যবস্থার সব মত, শেষ উপায়ের একই পথ, বড়ই অপ্রশস্ত সঙ্কীর্ণ দুর্গম অগম্য, অনেকেই প্রবেশ করিয়া যাইতে চেষ্টা করেন, জগদীশ্বরের দয়া ও কৃপা বিনা কেহ কখনও পথ দেখিতে পায় না ও যাইতেও পারেন নাই, তাঁহার কৃপা দয়া আশী-র্ব্বাদ যাহাতে হয়, তাহাই সকলকার অগ্রে চেষ্টা করা অতি আবশ্যক উচিত কর্ত্তব্য, তাঁহার দয়া ও কৃপার অভাব কিছুই নাই, কেবলই মনুষ্যেরা নিজের দোষে তাঁহার কৃপা হইতে বঞ্চিত হইতেছে ও তাঁহার প্রিয় আশীর্ব্বাদীয় পরিবার সন্তান এজন্যেই অনেকই হইতে পারিতেছে না, কারণ তাঁহার সকল আজ্ঞা নিয়ম বেদ বিধি বিধান লঙ্ঘন করাতে ও তাঁহারই কর্ম্ম কার্য্য সকল সাধন পালন ও রক্ষা না করায় দয়াও হইতেছে না, ধার্ম্মিক হইলেই তাঁহার সকল ঐশ্বর্য্য বিষয়াধিকারী হইয়া ক্রমে ক্রমে সব প্রাপ্ত হয়।

৩। সমুদয় আত্মা মন হৃদয় অন্তঃকরণ দেহ প্রাণ শ্রীহরির শ্রীপাদপদ্মে অর্পণ করিয়া ও এ সংসার তাঁহার শ্রীচরণে সমর্পণ করিয়া তাঁহার প্রতি প্রেম প্রকাশ কর, এবং তাঁহারই শরণাগত হইয়া সকলই তাঁহাতে নির্ভর করিয়া থাক, তিনিই মঙ্গলময়, কৃপা ও দয়া করিয়া আমাদের সকল বিষয়েতে তিনিই সকলই মঙ্গল করিতেছেন ও অবশ্যই করিবেন, তবে এ জগতে যত সকল পাপপুণ্য ধর্ম্মাধর্ম্ম সৎ অসৎ ভালমন্দ সত্যমিথ্যা যাহা সব ঘটনা হইতেছে তাহা সকলই যত জীবের কর্ম্মসূত্রে হইতেছে কিন্তু সকলই কেবলই মঙ্গলের সাধন ও জীবের যন্ত্রণাই মঙ্গলের উপায়েরই

কারণ, মঙ্গলময়ের রাজ্যেতে কিছুই অমঙ্গল থাকিবে না, কেবলই জীব সকল মরিতেছে আপনার নিজের কর্ম্মের দোষে, সত্য ও ধর্ম্মের জয় হইবে হইবেই, যথায় ধর্ম্ম তথায় জয়।

৪। মনুষ্য সকল নরনারী ভাই ভগ্নীদের প্রতি আত্মতুল্য প্রেম প্রণয় ও যাহা কর্ত্তব্য কর্ম্ম তাহাই সব ব্যবহার করিয়া সকলে প্রদর্শন কর, ও শত্রুর প্রতি সকলে প্রেম স্নেহ শ্রদ্ধা দয়া ও ক্ষমা কর, যাঁহারা শ্রীশ্রীঈশ্বরে অনুরাগী বৈরাগী বিবেকী, তাঁহারাই মিত্র বন্ধু সখা সুহৃদ সুজন মহাত্মা সাধু ভক্তগণ, আর যাহারা দ্বেষী নাস্তিক, তাহারাই শত্রু পাপী অসুর শয়তান।

৫। মনকে বশীভূত, চিত্তকে স্থির, স্বভাব চরিত্রকে সংশোধন ও পরিবর্ত্তন, দশ ইন্দ্রিয় যাহা পাঁচটী জ্ঞান, চক্ষু কর্ণ নাসিকা, মুখের জিহ্বা, দেহ কিংবা অঙ্গ যাহা পঞ্চভৌতিক, যাহাতে দর্শন শ্রবণ ঘ্রাণ আস্বাদন ও স্পর্শ হয় ও পাঁচটী কর্ম্ম, হস্ত পদ মুখ ও গুহ্য লিঙ্গ যাহাতে মল মূত্রদিগর শৌচ প্রস্রাবের বহির্দ্বারকে দমন, ষড়রিপু কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য্যকে জয় এবং বৈরাগ্যর পথের পথিক হইলেই, ধর্ম্মের পথের অনুসন্ধান করিয়া, স্বভাবে অনায়াসে সহজে দেখিতে পায়, এই সকল সব মনুষ্যরা নিজে কেহ কিছুই চেষ্টা করিয়া করিতে পারিতেছেন না, কেবলই ব্রহ্মকৃপাতে সকলই হইতে পারে, তাঁহাতে যোগাযোগ না হইলে কোন কর্ম্ম কার্য্যের কিছুই সিদ্ধ হয় না।

৬। নরহত্যা ভ্রূণহত্যা ব্যভিচার অত্যাচার কপটতা ভণ্ডামী ভেকধারী ভ্রষ্টাচারী লোভস্বার্থপরতা তোষামোদ খুশামোদ ভাঁড়ামী গোঁড়ামী দুষ্টতা নিষ্ঠুরতা নিদয় পাজীআনা তেঁদড়ামী হরামজাদগী বদ্‌মায়াসী ফেঁসাদ ফেরেবী চুরি জুয়াচুরি ডাকাইতি দস্যুতা বঞ্চনা মিথ্যা, মিথ্যা কথা কহা হিংসা খলতা কুটিলতা ঈর্ষ দ্বেষ নিন্দা প্রবঞ্চনা চাতুরী চতুরতা শঠতা প্রতারণা ধূর্ত্ততা বিশ্বাসঘাতকতা অবিশ্বাসী দুরাচার পামর পাষণ্ডতা একগুঁয়ে ডাঙ্গপিটা গোঁয়ার অহঙ্কারী তম দেমাক গুমর বড়াই দম্ভ অভিমান গর্ব্ব দর্প চালাকী ফন্দী ফিকিরী ঠকান পরদ্রব্যহরণ অনিষ্টসাধন ও অপচয় করা এবং পরের মনেতে বেদনা পীড়ন যন্ত্রণা ক্লেশ কষ্ট ও দুঃখ

দেওয়া, এই সকল ও আর আর যত যাহা সব নিষিদ্ধ আছে, সেই সকল পাপ করিলেই কিংবা মৎলব করিয়া মনেতে উদয় হইলেই, (কারণ মনের ভিতর অন্তরেই ভাল মন্দ কু সু ইহার খনি) শ্রীশ্রীঈশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন করা হয়, তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করাই মহাপাপাধর্ম্ম হয় এবং করিলেই অধোগতি ও নানা দুঃখ কষ্ট ক্লেশ যন্ত্রণা ও শোক রোগ সকল নরক ভোগ করিতে হয়।

৭। অহিংসা প্রেম পরসেবা যত্ন উপদেশপ্রদান স্নেহ শ্রদ্ধা উপকার দান হিতৈষী বিনয়ী নত নম্রতা ঋজুতা প্রণয়ী সদ্ভাব সুশীলতা সরলতা ধৈর্য্য সহিষ্ণুতা সৌজন্যতা কৃতজ্ঞতা উদারতা দয়া ক্ষমা সত্যকথা সত্যন্যায়-পরায়ণ অভেদজ্ঞান পরদ্রব্যনিরাশ, সমভাব সদাচার এই সকল ও আর আর যত যাহা সব বৈধ বলিয়া সিদ্ধ আছে, সেই সকল গ্রহণ করিয়া সাধন পালন ও রক্ষা করিলেই, ধর্ম্ম পুণ্য সৎকার্য্য সকল সার কর্ত্তব্য কর্ম্ম করা হয় এবং তদ্দ্বারায় ঊর্দ্ধগতি ও সদা সুখানন্দ স্বর্গভোগ হয়।

৮। দেবত্ব-মনুষ্যত্ব এবং পশুত্ব-অসুরত্ব অর্থাৎ সত্ত্ব রজ তম যাহাকে সাত্ত্বিক রাজসিক তামসিকও কহে, এই ত্রিগুণ মনুষ্যতে সব রহিয়াছে, যিনি যেরূপ ভাবেতে কার্য্য করিতেছেন, তিনিই সেইরূপ কর্ম্মের ফল সকল ভোগ করিতেছেন।

৯। দেবতারা স্বর্গ অর্থাৎ নব অনন্ত জীবন প্রাপ্ত হইয়া, অমর হইয়া, চির অনন্তকাল সকলে অনন্ত সুখ আনন্দে সকল ভোগ করিতেছেন ও যোগ সাধনও হইতেছে, পবিত্র না হইলে কেহ কখনই দেবতা হইতে কিছুতেই পারিতেছেন না, একারণ স্বভাব চরিত্রকে সংশোধন করিয়া পরিবর্ত্তন কর এবং অধর্ম্মপাপ ও পাপ কর্ম্মকার্য্য সকল একেবারে ঘৃণা করিয়া সব ত্যাগ কর।

১০। যাঁহারা মনুষ্যত্ব এই সংসারেতে বিস্তার করেন, তাঁহারাই এই পৃথিবীতেই কিছুই দিনের নিমিত্ত এই কর্ম্মের সূত্রে পার্থিব ঐহিকের সুখ ইহভূলোকেতেই সকল ভোগ করিয়া থাকেন, পরে ইহারাই সকল নর নারী পরী কিন্নরী কিন্নর যক্ষ সুর গন্ধর্ব্ব দেবদেবী হইয়া সকলে স্বর্গেতে যায়।

১১। পাপী অসুর অধর্ম্মী শয়তান রাক্ষস কালসর্প ভূত প্রেত পিশাচ দানব দৈত্য শাঁখচিন্নী পেতনী যাহারা সকল বিধি লঙ্ঘনরূপ পামর পাষণ্ড অবিশ্বাসী দুরাচার দস্যু দুষ্ট ভণ্ড কপটী জন্তু পশুর কর্ম্ম কার্য্য সব করে, তাহারাই অনির্ব্বাণ দুঃখানলে দগ্ধ হইয়া থাকে ও অধোগতি নরক তাহারাই সকলে ভোগ করিয়া, নিয়তই জ্বলে মরিতেছে।

১২। সাধু ভক্ত মহাজনদের পথ অবলম্বন সকলে কর, কারণ তাঁহাদেরই বাক্য যত সকল সব অভ্রান্ত ও সব একই সত্যবিধি, যাহা সব পরম পিতা পরব্রহ্ম পরমেশ্বরের স্বমুখের বাক্য যত সকল দৈববাণীর আদেশের নিয়ম যাহা সব বেদবিধি বিধান হইয়াছে ও হইতেছে, যিনি অনাদি অনন্ত অসীম, যাঁহার জন্মমৃত্যু নাই, তিনিই চিন্ময়চৈতন্য, কেবলই তিনিই সৃষ্টির পূর্ব্বেই ছিলেন এবং মহাপ্রলয়ের পরেও চির অনন্তকাল বিদ্যমান থাকিবেন, যাঁহার আজ্ঞা ইচ্ছাই প্রকৃতি মহাশক্তিযোগে সকল সৃষ্টি সৃজন এ পঞ্চ ভৌতিক ক্ষিতি অপ তেজ মরুৎ ব্যোম জড়েতে হইয়া, সব স্থিতি পালন সংহার প্রলয় মহাপ্রলয় হইতেছে ও কোটিকোটী ব্রহ্মাণ্ড সকলই সব নিয়মানুসারে ক্রমাগত চলিতেছে, যাঁহার কর্ম্ম তিনিই করেন, লোকে বলে করি আমি তুমি তিনি ও অমুক।

১৩। সাধু ভক্ত পবিত্রাত্মাদের উপদেশ সকল গ্রহণ করিয়া সাধন পালন ও রক্ষা করিলেই সকলেই সাধু ভক্ত পবিত্র হইতে পারিবেন, তাঁহাদের সাহায্য বিনা কেহ কখনও এ জগৎসংসারের মধ্যে কোথায় কখনই সিদ্ধ হইতে পারেন নাই এবং সদ্‌গুরু অর্থাৎ জ্ঞান ভিন্ন অন্য কেহ কখনই ধর্ম্মের পথ দেখাইয়া অনুসন্ধান করিতে পারেন নাই। গুরু কর শত শত মন্ত্র কর সাধনের সার, কিন্তু যিনি ঘুচান মনের ব্যথা তাঁহারই দেও দোহাঁই, মনুষ্যগুরু দেয় মন্ত্র কর্ণেতে জগদ্‌গুরু দেয় মন্ত্র প্রাণেতে, প্রকৃত বুদ্ধি সত্যজ্ঞান প্রাপ্ত না হইলেই পাপপুণ্য ধর্ম্মাধর্ম্মের বিষয় সকল কিছুই বুঝিয়া জানিতে পারে না।

১৪। অন্ধ অন্ধকে কখনই পথ দেখাইতে পারিবে না, কারণ উভয়ই অন্ধ পাপী আর যিনি বলেন সোঽহং ন পাপং ন পুণ্যং অহং ব্রহ্ম, নিজেই স্বয়ং সিদ্ধ, কি কেহ নিজে স্বয়ং সিদ্ধ হইতে চাহে, তিনিই ভয়ানক অহমিকারূপ

অন্ধকারে ঘোরতমতে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে, সুতরাং তাহার শ্রীহরি পরমেশ্বরকে দর্শন আর বামন কর্ত্তৃক আকাশের সূর্য্য চন্দ্রকে ধৃত হওয়া উভয়ই তুল্য সমান কিংবা কুল্যতে শুইয়া চন্দ্র সূর্য্যকে ধরে, আরো যেমন সপ্নেতে চেটাইতে শুয়ে থাকিয়া, একেবারে রাজা হইয়া একদিনে আসমানে বাড়ী বানায়। এ দেহাত্মামন কেবলই সাধনের জন্য হইয়াছে, সাধন করিতে করিতে সময়েতে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া সিদ্ধ হইলেই সোঽহং।

১৫। সকল মহাত্মারা জ্যেষ্ঠ ভাই, তাঁহাদিগকে পিতার তুল্য মান্য ও শ্রদ্ধা কর, তাঁহাদের যোগাভ্যাস তপস্যা পূজা অর্চ্চনা বন্দনা আরাধনা উপাসনা ভজন পূজন জপ তপ স্তব স্তুতি সাধন ধ্যান ধারণ ধেয়ান চিন্তা ভক্তি প্রেম ন্যাযপরায়ণ বিনয় নত নম্রতা ঋজুতা সরলতা কৃতজ্ঞতা উদারতা সৌজন্যতা সদ্ভাব প্রণয় উপদেশপ্রদান সুশীল মৃদুশীল স্নেহ শ্রদ্ধা উপকার হিতকারী দয়া ক্ষমা বিবেক বৈরাগ্য শম দম তিতিক্ষা ধৈর্য্য সহিষ্ণুতা একতা একাগ্রতা দৃঢ়তা সদাচার এই সকল ও তাঁহাদের আর আর যত প্রকৃতি স্বভাব চরিত্র আছে, তাহাই সব গ্রহণ করিলেই, পবিত্র হইয়া সাধু ভক্ত সকলে হইতে পারিবেন, পবিত্র মহাত্মাগণ পরম পিতার পরম প্রিয় সন্তান পরিবার, সকলেই তাঁহার সহিত সব একাত্মা একাঙ্গ একস্বভাব, সাধন ভজন পূজন করিতে করিতে তাঁহাকে সময়েতেই সংযোগেতে আত্মাতেই জ্ঞাননয়নেতে দর্শন ও বিবেককর্ণতে তাঁহার বাক্য সকল শ্রবণ হয়।

১৬। সাধু ভক্ত মহাত্মাদের হৃদয় অন্তরে তাঁহার বাস ও দর্শন এবং তাঁহাদের সহিত সংযোগ হইয়া সদাই কথোপকথন হইতেছে, তাহাই সব ব্রহ্মবাক্যবেদ বিবেককর্ণতে সকল শ্রবণ হইতেছে, (কেবলই অবিশ্বাসী ভণ্ড কপটী অহঙ্কারীরাই শুনিতে পায় না) সেই সকল বাক্য সব যত দৈববাণীর আদেশ হইতে নানাবিধ ধর্ম্মশাস্ত্র নিযম বেদবিধি বিধান সকল হইয়াছে ও হইতেছে, আর প্রকৃত সত্যজ্ঞানবুদ্ধি হইতে নানাবিধ বিজ্ঞান অঙ্ক শিল্পবিদ্যা আয়ুর্ব্বেদ রসায়ন জ্যোতিষ প্রতিশাস্ত্র নানাবিধ যোগসাধন সঙ্গীত সুর গান বাদ্য নৃত্য কাব্য কবিতা আর আর সকল বিদ্যা দিন দিন সব প্রকাশ হইয়াছে ও হইতেছে।

১৭। তিনি সাধু ভক্ত পাপী নাস্তিক প্রভৃতি সকলকারই মঙ্গলময় পরম সদ্‌গুরু পিতামাতা স্বামী বন্ধু সখা সুহৃদ্, সকলকেই অন্ন জল বস্ত্র দিয়া ভরণ পোষণ করিতেছেন, তাঁহার স্নেহ সকলেরই উপর সমান, তিনিই মঙ্গলময় দয়াময় করুণাময় পরিত্রাতা পতিতপাবন শ্রীহরি, পাপীর গতি মুক্তিদাতা এবং একমাত্র উপায় আর কেহ নাই, আইস আমরা এইরূপ যেন পরমেশ্বরের ন্যায় বিচারের নিয়ম মতন সকল বিষয়তেই পরস্পরে সেবা ও প্রেম প্রণয় করি। প্রেমই মহারত্ন অর্থ ধন এই ধন না সঞ্চয় করিলে কি লইয়া চির অনন্তকাল উপভোগ সব করা হইবে।

১৮। শ্রীহরি বিনা আর কেহ পাপীর গতিমুক্তিদাতা নাই, তাঁহাকে পূজা অর্চ্চনা আরাধনা উপাসনা সাধনা কর, তিনিই পরম পবিত্রাত্মা, পবিত্র হইলেই তাঁহাকে সংযোগেতে নিজের আত্মাতেই দর্শন পাইবেন, কিন্তু যতক্ষণ পাপাধর্ম্ম সকল ত্যাগ হইয়া শূন্য হইয়া পবিত্র না হইতেছেন, ততক্ষণ তাঁহাব সহিত কাহার কখনই সংযোগ হইয়া দর্শন হইতেছে না, (অবিশ্বাসী নাস্তিকেরা তাঁহাকে কখনইতো দেখিতে পায় নাই) একারণ পাপাধর্ম্ম ও সকল পাপ কর্ম্ম কার্য্য একেবারে ঘৃণা করিয়া ত্যাগ কর ও স্বভাবচরিত্রকে সংশোধন করিয়া পরিবর্ত্তন কর, কিন্তু পাপী ও শত্রুকেও কেহ কখনই ত্যাগ করিয়া ঘৃণা করিও না, কারণ তিনি কখনই কাহাকে ঘৃণা করিয়া ত্যাগ করেন নাই, তিনি যাহা কবেন, আমাদেরও সেইরূপ প্রকার তাঁহার ইচ্ছাতে এক হইয়া সকল বিষয় করা উচিত কর্ত্তব্য।

১৯। উক্ত ভাবটী যেন ভক্তি শ্রদ্ধার সহিত সকলে হৃদযপটে চিত্রিত করিয়া রাখিয়া, তাঁহাকে নিয়ত পূজা অর্চ্চনা আরাধনা উপাসনা সাধনা কবিতে কবিতে পবিত্র হইয়া তাঁহাতে সংযোগ হইলেই, তাঁহাকে অবশ্যই সকলেই দর্শন পাইবেন।

২০। মায়া মোহ অজ্ঞান অবিদ্যা অহঙ্কার অপবিত্র অধর্ম্ম পাপেতে জীবাত্মা পরমাত্মাতে* যোগাযোগ হয় না, একারণ অনেকেরই সহিত সংযোগ

* জীবাত্মা আমরা, পবমাত্মা শ্রীশ্রীঈশ্বব, সকল জীবেব আত্মা জীবন প্রাণ ও পবশমণি যাঁহাব স্পর্শেতে জীব সকল স্বর্ণ পবিত্র হইয়া পবশমণি সময়েতে সব হয় আবো যেমন চুম্বক পাথর লোহাকে আকর্ষণ করে আবাব চুম্বকপাথরের স্পর্শের লোহা অপব ক্ষুদ্র লোহাকে

হইতেছে না, সংযোগেই তাঁহাকে দর্শন হয়, এবং ইহাতেই জীবের মোক্ষ-মুক্তি, নিষ্কামী না হইলে কেহ কখনই মুক্তি পায় ও হয় নাই।

২১। সাধু ভক্তেরা যাঁহাকে নিরাকার সাকার বলিতেছেন ও কহিতে-ছেন, তিনিই পরমাত্মা চৈতন্য চিন্ময় পরব্রহ্ম, যিনি পাপাধর্ম্ম ও পাপকর্ম্ম কার্য্য সকল একেবারে ঘৃণা ও ত্যাগ করিয়া, শুচি শুদ্ধ নির্ম্মল ও পবিত্র হইয়া, আপনার নিজের দেহাত্মাপ্রাণমনের তত্ত্ব চিন্তা চর্চ্চা আলোচনা করিবেন, তিনিই সেই চিন্তামণিকে চিনিয়া জানিতে পারিবেন এবং বিশ্বা-সের জ্ঞানচক্ষুতে নিজের আত্মাতেই তাঁহাকে সংযোগেই প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া অবলোকন করিবেন ও সময়তেই সকলেই চৈতন্যবুদ্ধিজ্ঞান প্রাপ্ত হইবেন, স্বাভাবিক জ্ঞান বিজ্ঞান আর আর যত বিদ্যা সকল যাহা সব এজগতে সীমাবিশিষ্ট রহিয়াছে, তাহাতে যখন তাঁহাকে কেহ এপর্য্যন্ত (যিনি অনন্ত অসীম চৈতন্য চিন্ময় পরমাত্মাকে) কিছুই স্থির করিতে পারিতে-ছেন না ও পারিবেন না, তখনই তিনি এ সীমাবিশিষ্ট বিদ্যাবুদ্ধিজ্ঞানের অতিরিক্ত এবং মনের অগোচর, তিনিই অনন্ত অসীম বটে. কিন্তু বিরাজমান সকলকার দেহাত্মাতে বাস অবস্থিতি করিয়া প্রকাশ হইয়া রহিয়াছেন, অথচ তাহারা তাঁহাকে কিছুতেই চিনিয়া জানিতে ও দেখিতে পায় না, কিন্তু যাঁহাদের বিশ্বাস আছে ও হইতেছে, তাঁহারাই সেই বিশ্বাসের জ্ঞানের নয়নেতে আপনার নিজের আত্মাতেই সংযোগেতে তাঁহাকে সদাই দেখিয়া দর্শন পাইতেছেন, বিশ্বাসই ভগবদ্‌জ্ঞানের মূল, জীবনেতে প্রত্যক্ষ দর্শনই প্রকৃত বিশ্বাস, অন্ধবিশ্বাসের কোন ফল নাই।

২২। এজগতে কত সকল অশুচি অপবিত্র জীবাত্মারা যখন কত শত অভিজ্ঞান কিংবা অলৌকিক (যাহা সব স্বভাবের অতিরিক্ত কখনই ঘটনা হয় নাই) সকল কর্ম্ম কার্য্য করিয়া, সকলকে দেখাইয়া আশ্চর্য্য চমৎকৃত পুলকিত উল্লাসিত করিতেছে, তখন পবিত্রাত্মারা তাঁহার দৈববলশক্তি ও ঐশ্বরিক তেজ বীর্য্য ক্ষমতা বিদ্যাবুদ্ধি জ্ঞানেতে কি না করিতে পারেন,

আকর্ষণ করে, তেমনিই সাধু ভক্তেরা পরমাত্মার স্পর্শ সংযোগে সকলকে প্রেমেতেই আকর্ষণ করিতে পারেন, যাহাকে শক্তিসঞ্চার কহে।

ইহা যাঁহাদের নিশ্চয়ই বোধ হইয়া জ্ঞানেতে বিশ্বাস হইয়াছে, তাঁহারাই সাধু ভক্ত ধর্ম্মের অনুরাগী বৈরাগী বিবেকী।

২৩। যাঁহার এমন বোধ হইয়াছে, যে সকলের আত্মা সব একাত্মা, তিনিই আত্মতত্ত্বজ্ঞানী, কারণ যখন চিন্ময় চৈতন্য পরমাত্মা সকল জীবাত্মাতে ও আমাতেই আছেন ও রহিয়াছেন, তখনই আমিই তিনিই অর্থাৎ আমি আর কিছুই নয়, কেবলই তিনিই আমি, কারণ তিনিই আমার সর্ব্বস্ব আত্মা জীবন প্রাণ ধন তেজ বীর্য্য তৈজস বল শক্তি ক্ষমতা চৈতন্য বিবেক বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞান সকলই তিনিই, আর তিনিই তোমাতেও আছেন, তুমিইও তিনিই, তবে তিনি তুমি আমি সকলই একাত্মা অর্থাৎ আমরা সকলেই একজাতির পরিবার, সব তিনিই সকলকার মূলাধার কর্ত্তা পূর্ণপরব্রহ্ম পরমাত্মা চৈতন্য চিন্ময়েতে সংলগ্ন।

২৪। যাঁহার এমন বোধ হইয়াছে, যে তিনি সকলে ও সকলই তাঁহাতে ও সর্ব্বত্র বর্ত্তমান চিন্ময় চৈতন্য রহিয়াছেন, তিনিই ব্রহ্মজ্ঞানী, দেহাত্মা মন প্রাণ একাধার, জীবন প্রাণ আত্মা মনই নিরাকার, দেহ সাকার, দেহ না থাকিলে জীবাত্মা কখনই অবস্থিতি করিতে পারেন নাই, দেহ সকলকার পরিবর্ত্তন হইতেছে স্থূল লিঙ্গ সূক্ষ্ম কারণইচ্ছাকামরূপী তেজঃ জ্যোতিঃ চৈতন্যচিন্ময়, কেবলই কর্ম্মসূত্রে জীবের ভাল মন্দ অবস্থার সুখ দুঃখ ভোগের জন্য সকলের উর্দ্ধ ও অধোগতি * সব হইতেছে, মনই কর্ম্মসূত্রের কেবলই মূলাধার অন্তরাত্মা অথবা জীবাত্মা, মনের তেজ না হইলেই কাহার কখনই উন্নতি হয় নাই এজন্যই মনকে অগ্রে বশীভূত করিয়া বশ কর, কারণ মনই পরমাত্মাতে যোগের উপায় ও পরমাত্মাই সকলকার মূলাধার, যিনি অব্যক্ত নিরাকার চিন্ময় তেজঃ জ্যোতিঃ চৈতন্য পরব্রহ্ম, এক পরব্রহ্মতেই যত সকলেরই উৎপত্তি উৎপন্ন হইতেছে আবার তাহাতে মিশাইয়া মিলন যোগ লয় হইলেই মুক্তি, জীবের যে পর্য্যন্ত ব্রহ্মজ্ঞান না হইতেছে, সে পর্য্যন্ত তাহার মোক্ষ মুক্তি হইতেছে না।

* উর্দ্ধগতি প্রেতালোক দেবলোক শিবলোক ব্রহ্মলোক বিষ্ণুলোক বৈকুণ্ঠগোলোক ধ্রুবলোক ও অধোগতি ইহভূলোক নরলোক ভূচর জলচর উভয়চর খেচর ও রক্তপিণ্ডজ অণ্ডজ জড় উদ্ভিদ্ চৌরাশী লক্ষ জন্ম অর্থাৎ নানান অবস্থার দেহ সব ধারণ করিয়া গ্রহণ করিতে হয় ও চৌরাশী নরক কুণ্ডেতে ভোগ করিতে হয়।

২৫। ব্রহ্মচারীরা তাঁহার নিকট আপনার সকল পাপাধর্ম্মের দোষ ও ত্যাগস্বীকার অঙ্গীকার করিয়া, অভিষেক হইয়া এবং ব্রহ্মচর্য্য ব্রত গ্রহণ করিয়া, মনেতে সর্ব্বত্যাগী যোগী হইয়া, তাঁহাকে নিরন্তর পূজা অর্চ্চনা আরাধনা উপাসনা সাধনা করিয়া, মৃত্যুকে অর্থাৎ ত্রিতাপের তাপিতানলের দহনের যন্ত্রণা সকল নির্ব্বাণ হইয়া জয় করিয়া, নব অনন্তজীবন প্রাপ্ত হইয়া, অমর হইয়া, সকলে স্বর্গেতে বাস করিয়া, চির অনন্তকাল সুখে সদানন্দে কালযাপন করিতেছেন ও যোগসাধনও হইতেছে।

২৬। যাঁহারা মায়া মোহ অজ্ঞান অবিদ্যা অহঙ্কার অপবিত্র অধর্ম্ম নানা পাপরূপ কালনিদ্রাতে আচ্ছন্ন হইয়া, ঘোর অন্ধকারে পতিত হইয়া রহিয়াছে, তাহারাই তাঁহাকে কিছুতেই কেহ কখনই দেখিয়া চিনিতে ও জানিতে পারে না, কিন্তু যাঁহারা সচেতন হইয়াছেন অর্থাৎ অভিষেক হইয়া তাঁহার নিকট আপনার সকল পাপাধর্ম্মের দোষ ও ত্যাগস্বীকার অঙ্গীকার করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাঁহাদেরই পুনর্জ্জন্ম, সব নবজীবন প্রাপ্ত হইয়া, পুনর্জ্জাত দ্বিজ সকল হইয়া, অমর হইয়াছেন, তাঁহারাই তাঁহাকে নিয়ত পূজা অর্চ্চনা আরাধনা উপাসনা সাধনা করিতে করিতে ক্রমে ক্রমে পাপাধর্ম্ম সকল সব তিরোহিত হইয়া, দূর হইয়া শূন্য হইয়া পবিত্র হইতেছেন, এবং তাঁহাকে চিনিয়া জানিতে ও তাঁহার কর্ম্মকার্য্যের সকল বিষয়ের কারণ সব দেখিয়া শুনিয়া চৈতন্য জ্ঞানেতে ক্রমে ক্রমে বুঝিতে পারিতেছেন, কিন্তু যে পর্য্যন্ত অসার পাপাধর্ম্ম সকল সমুদয় তিরোহিত ও স্বভাবচরিত্র সংশোধন হইয়া পরিবর্ত্তন না হইতেছে, সে পর্য্যন্ত তাঁহার সহিত কাহার কখনই একাত্মা হইয়া সংযোগ ও দর্শন হইতেছে না।

২৭। তিনিই হিরণ্যগর্ভা দাতাকল্পতরু, যাঁহার যাহা প্রয়োজন হয় ও আছে, তাঁহার নিকট সকল বিষয়ের নিমিত্ত প্রার্থনা যাচ্ঞা অন্বেষণ করিলেই সকলই প্রাপ্ত হইবেন।

২৮। ভক্তি-জ্ঞান কিংবা জ্ঞান-ভক্তি কর্ম্মযোগ সাধন চতুষ্টয়, শরীর পতন ও মন্ত্রসার, সাধন করিতে করিতে তাঁহাকে পাওয়া যায়, সাধন পঞ্চ প্রকার শান্ত দাস্য বাৎসল্য সখ্য ও মধুরভাব, যিনি যেরূপ ভাবেতে সাধন করেন, তিনি সেইরূপে তাঁহাকে প্রাপ্ত হয়।

২৯। মধুরভাব সকল অপেক্ষা উৎকৃষ্ট অর্থাৎ জীবাত্মা পরমাত্মাতে যোগমিলন, ইহাই প্রকৃত বিবাহ, যাহাকেও প্রেমভাব কহে, যেমন স্ত্রী স্বামীর একাঙ্গ, তেমনিই জীবাত্মা পরমাত্মার একাত্মা, যে সকল শারীরিক স্ত্রী পুরুষেতে উভয়ের যোগ যাহা একাঙ্গতে মিলন হয়, তাহা কেবল সৃষ্টি বৃদ্ধি জন্য বিবাহ মাত্র, কিন্তু প্রকৃত বিবাহ যাহা (উভয় শারীরিক আধ্যাত্মিক যোগ) তাহাই সতীপতি হরগৌরী সীতারাম ও রাধাকৃষ্ণ * মিলন ও যুগল-লীলা বিহারের ভাব সকল যিনি গ্রহণ করিয়াছেন তিনিই সেই মধুর প্রেম-ভাবের বিষয় সব বুঝিতে পারিয়াছেন, আরো যেমন স্বামী স্ত্রী পিতা মাতা ভাই ভগিনী পুত্র কন্যা পৌত্র পৌত্রী ও সকলই একাঙ্গ, তেমনিই হরি হর রাম লক্ষ্মণ কানাই বলাই বিধি বিষ্ণু শিব কার্ত্তিক গণেশ রাধা কালী দুর্গা লক্ষ্মী সরস্বতী সীতা এবং সকল ব্যক্তিই একাত্মা কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি, সকলই তাঁহারাই স্বরূপ, কেবলই সকল সৃষ্টি বৃদ্ধি ও লীলাদির জন্য স্ত্রীপুরুষ সব প্রত্যেক প্রত্যেকাঙ্গ,উভয়ে যোগ মিলন হইলেই, সকলই একাঙ্গ একাত্মা। এক চৈতন্যপরমাত্মাই মহাপুরুষ ও তাঁহারই যে ইচ্ছা কিংবা জায়া প্রকৃতি মহাশক্তি যোগে এ পঞ্চ ভৌতিক জড়তে সকল সৃষ্টি স্থিতি পালন সংহার সব হইতেছে এবং মায়া মোহেতে কর্ম্মকার্য্য সকল ঘটনা হইতেছে ও চলিতেছে।

৩০। প্রেম বড় সামান্য ধন নয়, শ্রীকৃষ্ণ রাধার দায়ে অর্থাৎ ভক্তের ভক্তি সেবা প্রেমেতেই তিনিই সকলই হইতে পারেন, তিনিই ইচ্ছাময় লীলা-বিহারী রসময় আত্মারমণ জগৎস্বামী যিনি ইহাদের উভয়ের আধ্যাত্মিক প্রেমের ভাব সকল (যাহা যুগলমিলন যোগ) গ্রহণ করিয়াছেন, তিনিই একজন এজগতে মহাসাধু যথার্থ ভক্তমহাত্মা, তাঁহাকে ধন্য বলি যে তিনিই তাঁহার সহিত একাত্মা হইয়া কেবলই প্রেমের সুধা আস্বাদন করিতেছেন, যাঁহারা এই অমৃত মধুর সুধারস পান করিতেছেন, তাঁহারাই অমর হইয়া, নব অনন্ত জীবন প্রাপ্ত হইয়া, বৈকুণ্ঠগোলোকধাম স্বর্গের অধিকারী হইয়া, সকলে একাত্মা হইয়া অনন্তকাল সুখে সদানন্দে বাস করিয়া, কালযাপন করিবেন।

* কৃষ্ণ অর্থাৎ যিনি মনকে আকর্ষণ করেন, পুরুষ স্ত্রী নপুংসক সকলই জীবাত্মা, পরমাত্মাতে যোগমিলন হইলেই পূর্ণ সর্ব্বাঙ্গ। তিনি সাধু ভক্তদের সহিত আধ্যাত্মিক প্রেমের লীলা এখন পর্য্যন্ত করিতেছেন, কেবলই ভাগ্যবানেরা সকলই জানিতে পারিতেছেন।

৩১। যাঁহাদের আত্মা মন প্রাণ পরমাত্মাতে সংযোগ হইতেছে, তাঁহারাই সত্যজ্ঞানচৈতন্য প্রাপ্ত হইতেছেন, **সত্যজ্ঞানচৈতন্যই তিনি,** সকল মহাত্মারা চৈতন্যজ্ঞানতে এজগতের সকল কলকৌশল নানা বিদ্যা বিজ্ঞান ঐহিক পার্থিব ঐশ্বরিক আধ্যাত্মিক মানসিক শারিরীক আত্মসম্বন্ধীয় অর্থাৎ অধ্যাত্ম এবং পারমার্থিক বিষয় ও নিয়ম বেদ বিধি বিধান পুরাণ আর আর সকল শাস্ত্রের যত সত্য ও রূপক কল্পনা মিথ্যা ধর্ম্মাধর্ম্মের যাহা সব আছে, তাহার তাৎপর্য্য অর্থ মর্ম্ম সকল সার যত দেখিয়া শুনিয়া জ্ঞাত হইতে পারেন, যাঁহারা সেই সকল সার গ্রহণ করিয়া, সাধন পালন ও রক্ষা করিয়া, আপনার স্বভাব চরিত্রকে সংশোধন করিয়া পরিবর্ত্তন করিতেছেন, তাঁহারাই নব জীবন পাইতেছেন, আর জীবের যে পর্য্যন্ত সকল শারীরিক মানসিক আধ্যাত্মিক পারমার্থিক বিষয়ের চৈতন্য জ্ঞান বোধ না হইতেছে, সে পর্য্যন্ত তাহার ব্রহ্মজ্ঞান কখনই হইতেছে না।

৩২। জীব সকল ব্রহ্মজ্ঞানী হইলেই, পবিত্র হইয়া, কর্ম্মভোগের সকল শেষ হইলেই, মোক্ষ * প্রাপ্ত হইয়া, নিস্কৃতি পাইলেই, স্বর্গরাজ্যের অধিকারী হইয়া চির অনন্তকাল তাঁহার বৈকুণ্ঠগোলকধামেতে সকলে একাত্মা সখাসখী হইয়া, সুখানন্দে কালযাপন করিবেন, যেখানে আর কোন রোগ দুঃখ কষ্ট ক্লেশ যন্ত্রণা শোক জরা মৃত্যু ও কালের ভয় এবং শমনের অধিকার কিছুই নাই এবং কোন কর্ম্ম কাণ্ড ক্রিয়া কার্য্যকলাপ যাগ যজ্ঞ কিছুই নাই, কেবলই সব সুখ আনন্দময় শান্তি, শান্তি ; শান্তি। নিস্কামী হইলেই মুক্তি†।

---

* মোক্ষ অর্থাৎ এ পঞ্চভৌতিক স্থূল শরীর যাহা ক্ষিতি অপ তেজ মরুৎ ব্যোম অর্থাৎ মাটী কি পৃথিবী জল অগ্নি বায়ু কিংবা বাতাস আকাশ কিংবা শূন্য যাহাকে শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধও বলে, ইহাতেই কর্ণেতে শ্রবণ অঙ্গেতে স্পর্শ চক্ষুতে দর্শন জিহ্বাতে আস্বাদন নাসিকাতে ঘ্রাণ পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় হয়, কিংবা এজড়দেহ হইতে জীবাত্মার মুক্ত হওয়া যাহাকে জীবন্মুক্তি কহে।

† *মুক্তি অর্থাৎ অখিল ব্রহ্মাণ্ডনাথ পরব্রহ্ম পরমাত্মার স্বভাবে এক হইয়া, একাত্মাতে যোগ* মিলন মিশাইয়া লীন লয় হইয়া, তাঁহার মহান পবিত্র অনন্ত অসীম মহাসত্তা সমুদ্রে একবারে মগ্ন হইয়া, ডুবিয়া যাইয়া, আপনাকে হারাইয়া, নির্ব্বাণ হইয়া, যখন পূর্ণতা প্রাপ্ত হওয়া আর ধ্রুবপদ পাওয়া তখনই সোঽহং।

ব্যবস্থা ও স্মরণপত্রাদি।

সিদ্ধমহাপুরুষরা—যাঁহারা পরমাত্মা সংযোগে এক হইয়াছেন, তাঁহাদের এই কএকটী লক্ষণ—তাঁহারা সকলকার মনেব ভাব সকল জানিতে ও বুঝিতে পারেন, যদি কোন মন্দ কুলোক প্রতারণা করিয়া তাঁহাদের কোন প্রাণনাশক দ্রব্য কিংবা বিষ আহার কিংবা পান করায় এবং কোন আঘাত দ্বারায় খুন করিয়া তাঁহাদের দেহকে নষ্ট বিনাশ করে, তাহা হইলে তাহাতে তাঁহাদের আত্মার কোন হানি ও ক্ষতি করিবে না, কারণ আত্মাই সকলের অমর অবিনাশী আর পরমাত্মাব যোগসমাধিতে মৃত্যুরও কিছুই যন্ত্রণা হইবে না, তাঁহারা যাঁহাকে স্পর্শ করিবেন তাহাদের আধ্যাত্মিক মানসিক ও শারীরিক বোগ বিকার পাপব্যাধি পীড়া সব ত্যাগ হইয়া তিরোহিত হইয়া সকল দূর হইতে থাকিবে। দেবত্বপ্রাপ্ত না হইলেই কেহ কখনই সিদ্ধ হয় নাই।

২। এ সংসার ত্যাগ করিয়া উদাসীন বৈরাগী সন্ন্যাসী হইয়া যোগসাধনা করিলেই যে তাঁহাকে দেখিয়া দর্শন পাওয়া যায়, কেবলই যে এমত তাহা নয়, সংসারী যোগীও যদি এসংসারে মন ও চিত্তকে কোন রকমেতে বশীভূত করিয়া বশ ও স্থির করিতে পারেন, তাহা হইলেই তাহাকে প্রাপ্ত হইয়া অবলোকন করিয়া সময়েই চৈতন্য হইলেই সকলে নিজের আত্মাতেই তাঁহাকে সংযোগেই দর্শন পাইতে পারিবেন, মন ও চিত্ত যে পর্য্যন্ত বশ ও স্থির না হইতেছে, সে পর্য্যন্ত কোন কর্ম্মকার্য্যের সিদ্ধ কখনই কাহার হয় না ও কেহ সিদ্ধ হইতেও পারেন নাই, তবে আর এসংসাব ত্যাগ কবা কাহার উচিত ও কর্ত্তব্য নহে, কারণ পরমেশ্বরের আজ্ঞা নিয়ম বিধিতে দেখা যাইতেছে যে এই সংসারক্ষেত্রে যথন সকল জীব পুরুষ স্ত্রী হইয়া অর্থাৎ সংসারী হইবার জন্য জন্ম হইতেছে, (যাহারা ক্লীব নপুংসক তাহাবাই সংসারী না হউক) তথনই সকলে প্রকৃত বিবাহিত হইয়া উভয়ে যেন একই সত্যধর্ম্মমতাবলম্বী হইয়া, এই সংসাবের উপবেতে ধৈর্য্যাসনে বসিয়া, যাঁহারা সকলে আপনার মন ও চিত্তকে বশীভূত করিয়া বশ ও স্থির হইয়া তাঁহাকে নিয়ত পূজা অর্চ্চনা আরাধনা উপাসনা ও সাধনা করিয়া তাঁহাকে

প্রাপ্ত হইতেছেন, তাঁহারাই সকল ধন্য এবং স্বর্গরাজ্যেতে একারণ ইহাঁবাই সকলে পুরস্কার পাইবেন, কারণ এই সংসারেতেই যত সকল পবিত্র সার ধর্ম্ম সব রহিয়াছে আরো এই সংসারেতেই সকলকার বিশ্ববিদ্যালয় ও পরীক্ষার স্থান, যত সকল পরীক্ষার প্রলোভন ও সব ক্রিয়া কলাপ কর্ম্মকাণ্ড কার্য্য যাগ যজ্ঞ দান এবং নিয়ম বেদ বিধি বিধান সব বহিয়াছে, প্রবৃত্তি হইতে নিবৃত্তি না হওয়াতে, এজন্যেতে অনেক লোকেরা অজ্ঞান অবিদ্যা অহঙ্কার তম দেমাক অধর্ম্ম অপবিত্র অশুচি পাপের কারণ তাহারা সকল বিষয়ের বিশেষ কারণ কিছুই বুঝিয়া জানিতে ও দেখিতে পায় না। এই বিশ্বসংসার তিনিই সকলই একাই সব চালাইতেছেন, তিনি যে কত বড় সংসারী তাহা ভাবিয়া চিন্তা করিলেই সব বুঝিতে পারিবেন এসংসাবের সহিত সকলই তাঁহার সংযোগ রহিয়াছে।

৩। মন ও চিত্ত যতক্ষণ বশীভূত হইয়া বশ ও স্থির না হইতেছে, ততক্ষণ কেহ কখনই ধর্ম্মের অনুরাগী বৈরাগী বিবেকী হইতে পারিতেছ না এবং ধর্ম্মের পথেরও অনুসন্ধান করিয়া দেখিতেও পাইতেছ না, যখন মন ও চিত্ত স্থির হইবে এবং অনুরাগী বিবেকী বৈরাগ্যযুক্ত হইলেই, তখনই সকল রিপু জয়, ইন্দ্রিয় দমন ও ধর্ম্মের পথের অনুসন্ধান করিয়া স্বভাবে সহজে অনায়াসে সকলেই দেখিতে পাইবেন।

৪। যাঁহারা অধর্ম্মপাপ ও পাপকর্ম্মকার্য্য সকল একেবারে ঘৃণা করিয়া ত্যাগ করিয়া, নির্ম্মল শুচি শুদ্ধ পবিত্র ও অধিবাসী হইয়া অভিষেক হইয়াছেন ও হইতেছেন, আর যিনি জীবের জীবন প্রাণ আত্মা চৈতন্যকে আপনার হৃদয়মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করিয়া স্থাপন করিয়া তাঁহাকে নিরন্তর পূজা অর্চ্চনা বন্দনা আরাধনা উপাসনা ও সাধনা করিতেছেন, তাঁহারাই মনকে বশীভূত ও চিত্তকে স্থির, ক্রমে ক্রমে ষড়রিপুকে জয়, দশ ইন্দ্রিয় দমন ও মৃত্যুকে পর্য্যন্ত জয় করিতে পারিবেন, আর শমন ও কালের ভয় ও অধিকার কিছুই থাকিবেও না, এবং ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষর চতুবর্গর ফল সব প্রাপ্ত হইয়া, ভোগ করিয়া, কর্ম্মের ভোগ সব শেষ হইলেই, মোক্ষ সকলে প্রাপ্ত হইয়া, নিষ্কৃতি পাইয়া স্বর্গ রাজ্যের অধিকারী হইয়া, সুখে সদানন্দে বাস করিবেন যাঁহারা তাঁহার স্বভাবেতে এক হইয়া একাত্মা হইবেন, তাঁহারাই সকল

গোলোকধামবৈকুণ্ঠ স্বর্গেতে সকলেতে সখাসখী হইয়া চির অনন্তকাল যাপন করিবেন।

৫। দেহাত্মাপ্রাণমন, দশ ইন্দ্রিয় ষড়রিপু ও অর্থ রত্ন ধন কড়ি এবং কামিনী ও কত প্রকার আহারের নানান ফল মূল অন্ন মিষ্টান্ন ক্ষীর দুগ্ধ দধি ঘৃত মাখন ছেনা আর আর সকল উপাদেয় দ্রব্য শ্রীহরি মনুষ্যকে সকল কৃপা ও দয়া করিয়া সব প্রদান করিতেছেন, একারণ তাঁহার ইচ্ছার আজ্ঞানুযায়ী সকল বিধিমতে শুচি শুদ্ধ পবিত্রতাতে আহার ব্যবহার সকল করিলেই, সব সৎকার্য্য পুণ্যকর্ম্ম কার্য্য সকল করা হয়, তাহা যদি না করা হয়, কিংবা যে যাহার আপনার স্বেচ্ছাধীন আশা অভিলাষ বিলাস বাসনার রিপু ও ইন্দ্রিয়চরিতার্থের বাঞ্ছা ইচ্ছাতে সকল আহার ব্যবহার সুবিধার নিমিত্ত কর্ম্ম কার্য্য সব করিলেই, সেই সকল অর্থাৎ তাঁহার ইচ্ছার বিধির বিরুদ্ধে কর্ম্ম করা হয়, তাহাই সব পাপ অপবিত্র অত্যাচার ভ্রষ্টাচার ব্যভিচার অধর্ম্মের মূল সূত্র হয়, তিনি সকলকার প্রত্যেক কর্ম্মকার্য্যের এবং অর্থ অপচয়ের ও বাক্যব্যয়ের সকল সংবাদ সব লইতেছেন, তাঁহার নিকট কাহার কোন বিষয় কিছুই গোপন নাই, তিনিই অন্তর্যামী সকলই জানেন ও ত্রিকালজ্ঞ সব জ্ঞাত আছেন।

৬। কামিনী রত্ন অর্থ ধন কড়ি এবং মদ ও মাদকদ্রব্য সকল বিষ (কেবলই ঔষধির জন্য ব্যবহার) এই সকল লোভের জন্য অসৎ অপবিত্র ব্যবহারেতে এক্ষণে পাপ অপবিত্র অত্যাচার ভ্রষ্টাচার ব্যভিচার অধর্ম্মের সূত্র হইয়া উঠিয়াছে, অনেকেই ইহার নিমিত্ত মৃত্যুর হস্তে পতিত হইয়া আয়ুক্ষয় সকলকার হইয়া সব শীঘ্রই ত্বরায় মারা যাইতেছে, কামিনী রমণীর মোহিনীর শক্তিসঞ্চার আসক্তিতে জীব সকল কামাতুর উন্মত্ত জ্ঞানশক্তি হারা হইয়া কি না করিতেছে, দ্বিতীয় তাহার সহিত অর্থ ধন কড়ি ও মদ এবং মাদকদ্রব্য সকল সংযোগ হইয়া আরো কিনা ইহাতে সর্ব্বনাশ সকল হইতেছে ও ঘটিতেছে।

৭। এই পৃথিবীটী তিনি সকলকার পরীক্ষার নিমিত্ত নিয়ম বেদ বিধি বিধানতে সকল কর্ম্ম কাণ্ড কার্য্য ক্রিয়া কলাপ যাগ যজ্ঞ জন্য বিদ্যালয় হাটবাজার এবং উদ্যান সৃষ্টি করিয়াছেন এবং সকল দ্রব্য ও জীবসকল

রহিয়াছে, অভাব কিছুই নাই এবং তিনি মনুষ্যকে চৈতন্য বিবেক বুদ্ধি জ্ঞান বল শক্তি ক্ষমতা ও শরীর আত্মার ক্ষুধা পিপাসা এবং মনের স্বাধীন ইচ্ছা সকলকে দিয়াছেন, যে যাহার যেমন মনের স্বেচ্ছাধীন আশা অভিলাষ বিলাস বাসনার রিপু ও ইন্দ্রিয় চরিতার্থের বাঞ্ছা ইচ্ছা চিন্তা ও ভাবনা করিয়া যাহার যে সুবিধার মতের যেমন হয়. সে সেইরূপ কর্ম্ম কার্য্য সব করিয়া পাপপুণ্য ধর্ম্মাধর্ম্ম যাহারা সকল উপার্জ্জন করিতেছেন, তাহারাই সেইরূপ কর্ম্মের ফলের সূত্রে সুখদুঃখ সকল এজন্য আপনার মনেতে সব ভোগ করিতেছেন, কর্ম্মের ভোগের শেষ যে পর্য্যন্ত না হইতেছে, সে পর্য্যন্ত কেহ কখনই নিষ্কৃতি পাইতেছেন না, একারণ আশার ফল সব ত্যাগ শূন্য হইয়া সকল সঙ্কল্প নিষ্কামী হইয়া, সকল যাহা কর্ত্তব্য কর্ম্ম কার্য্য সব, সকলে করিতে থাক, পরে তাঁহার যাহা ইচ্ছা আছে, তাহাই তিনিই করিবেন ও হইবে হইবেই, নিষ্কামী না হইলে মুক্তি হয় না।

৮। অনেক সাধকেরা এজন্য কামিনী কাঞ্চন মাটী কাকবিষ্ঠা জ্ঞান বোধ করিয়া অর্থাৎ এ সংসার ত্যাগ করিয়া, সন্ন্যাসী বৈরাগী হইয়া, ব্রহ্মচর্য্যব্রত গ্রহণ করিয়া এবং কেহ কেহ এই সংসারেতেই প্রকৃত বিবাহিত হইয়া, প্রেমবারিতে মগ্ন হইয়া, স্নান করিয়া, যে যাহার আপনার বিবেক-কর্ণতে যাহা শ্রবণ হইতেছে, ও জ্ঞাননয়নেতে যাহা দর্শন করিতেছেন, তাহাই বিশ্বাসের পবিত্র বসন পরিধান করিয়া অর্থাৎ আপনার যে যাঁহার স্বধর্ম্মেতে থাকিয়া, এই ভয়ানক সংসারশবাসনের উপর বসিয়া, ভস্মস্বরূপ সকল কর্ম্মকার্য্যকে জ্ঞানাঙ্গেতে মাখিয়া, বিবেকী অনুরাগী বৈরাগী হইয়া অর্থাৎ মনেতে সর্ব্বত্যাগী যোগী হইয়া, তাঁহাকে নিরন্তর পূজা অর্চ্চনা আরাধনা উপাসনা ও সাধনা করিয়া মৃত্যুকে অর্থাৎ ত্রিতাপের তাপিতানলের দহনের যন্ত্রণা সকল নির্ব্বাণ হইয়া জয় করিতেছেন।

৯। পরিমিত অন্ন জল ব্যঞ্জন আর আর উপাদেয় আহারের খাদ্যদ্রব্য সকল নিয়মিতরূপে ভোজন করিলেই রক্ত হইয়া দেহের যেমন ক্রমে ক্রমে পুষ্টি কান্তি ও বল হইতে থাকে, তেমনই অন্নই ব্রহ্মা জলই নারায়ণ সাধু ভক্তেরা ব্যঞ্জন, ইহাদের ভক্ষণ করিয়া, পরিপাক করিলেই অর্থাৎ ব্রহ্মবাক্য শব্দবেদ যাহা সাধু ভক্ত মহাজনদের উপদেশ সকল গ্রহণ করিয়া,

সাধন পালন ও রক্ষা করিলেই, আত্মাও ক্রমে ক্রমে বলযুক্ত উন্নত প্রফুল্ল প্রসন্ন হইতে থাকে, যিনি যাহা ভক্ষণ করিয়া আহাব করেন, তিনি তাহাবই সেই সকল-স্বভাবচরিত্র সব প্রাপ্ত হয়, যাঁহারা পুনর্জাত হইয়া দ্বিজ হইয়াছেন, তাঁহারাই এদেহ কিংবা শরীর ও আত্মার ক্ষুধা তৃষ্ণার আহারেব অন্ন-জল ব্যঞ্জনের বিষয় সকলই বুঝিতে পারিয়াছেন।

১০। লোভে অনিয়মিত ও অতিরিক্ত আহাব ও যত সব অখাদ্য গুরুপাক ভোজনের দ্রব্য সকল ভক্ষণ কিংবা পান কবা, আব দেহের অত্যাচার যাহা সব আয়ুর্ব্বেদেব নিষিদ্ধ, যাহারা সকলে করে, তাহাদেরই যেমন অতি শীঘ্র অল্প সময়ের মধ্যেই পরমায়ু ক্ষয় হয় ও অনেক প্রকার উৎকট পীড়া সব জন্মে ও হয় এবং অতি শীঘ্রই মৃত্যু ও কালের হস্তে সব পতিত হইতে হয়, তেমনিই পাপত্মারা সকল নিজে ও পাপাত্মাদের কুমন্ত্রণার অধীন হইয়া যাহারা পাপাধর্ম্ম ও পাপকর্ম্মকার্য্য সকল করিতেছে, তাহারাই পাপব্যাধিতে সদাই নানান দুঃখ কষ্ট ক্লেশ যন্ত্রণা রোগ শোক ভোগ করিতেছে, সাধু ভক্তেরা এজন্য সদাই এই কহিতেছেন যে, লোভে পাপ, পাপেতেই মৃত্যু, সাধুদের নিয়মিত আহার এক পোয়া যোগী, অর্দ্ধসের যোগী ভোগী, এক সের সংসারী লোক, এক সের অধিক যে খাওয়া, সেই রাক্ষস কামুক অসুর পিশাচ ভূত প্রেত দানব দৈত্য। শরীরের নাম মহাশয় যাহা সহাও তাহাই সহে।

১১। রক্ত দেহের যেমন মূল, তেমনিই পরমাত্মা জীবাত্মার মূল, দেহের রক্ত কম ও মন্দ হইলে, কিংবা ভালরূপে চলাচল না হইলেই; যেমন দেহের আর কিছুতেই রক্ষা নাই, তেমনিই জীবাত্মা পরমাত্মাতে যোগাযোগ না হইলেই, জীবাত্মার আর কোনরকমেই নিস্তার ও রক্ষা নাই।

১২। রোগ যে কি সূত্রে হয় ও জন্মে, যেমন অনেকেই তাহা জানিয়া কিছুই বুঝিতে পারে নাই, তেমনিই অধর্ম্ম পাপ ও পাপকর্ম্মকার্য্য সকল যখন করে, তখনই অনেকেই সেই সকল বিষয়ের কারণ সব দেখিয়া শুনিয়া বুঝিয়া জানিয়া ও জানিতে পারে না, জীব সকল এজন্য সব আপনার যে যাহার কর্ম্মের দোষে নানান রোগ শোক দুঃখ কষ্ট ক্লেশ যন্ত্রণা সকল ভোগ করিতেছে, একারণ জীব মরেন আপনার নিজের কর্ম্মের দোষে, কি করিবেন হরিহর কৃষ্ণ রাম, পাপ করিলেই অবশ্যই ভুগিতে হয়।

১৩। দেহের রোগ সকল আরোগ্যার্থে যেমন শ্রীশ্রীঈশ্বর কৃপা করিয়া নানান ঔষধি সকল সৃষ্টি করিয়াছেন, আবার তেমনিই পাপব্যাধি হইতে মুক্ত হইবার নিমিত্ত তাঁহার পবিত্র বাক্য সব নিয়ম বেদ বিধি বিধান সকল রহিয়াছে, সেই সকল গ্রহণ করিয়া, সাধন পালন ও রক্ষা কর এবং তাঁহাকে নিয়ত পূজা অর্চ্চনা আরাধনা উপাসনা সাধনা ও মন দিয়া তাঁহাকেই প্রাণের সহিত প্রেম করিলেই, পাপরোগ হইতে আরোগ্য হইয়া মুক্ত অবশ্য হওয়া যায়, কিন্তু সময় গেলে ও শমন মৃত্যু ও কালেতে ধরিলে ঔষধিতে আর কোন উপকার প্রতিকার বা পরিত্রাণ কিছুতেই হয় না।

১৪। দেহের রক্ত ভাল থাকিতে থাকিতে চিকিৎসা কর, রক্ত মন্দ ও কম হইলে, আর কোন রকমে এদেহের রক্ষা নাই, এবং ভাল বিচক্ষণ কবিরাজের ব্যবস্থা সকল না লইলে যেমন এদেহের রক্ষা হয় নাই, তেমনিই এক্ষণে সময় থাকিতে থাকিতে পবিত্র সাধু ভক্ত মহাজনদের পথ অবলম্বন করিয়া তাঁহাদেরই উপদেশ সকল গ্রহণ করিয়া, সাধন পালন ও রক্ষা না করিলে, পাপপীড়া হইতে কেহ কখনই আরোগ্য হইয়া মুক্ত হয় নাই।

১৫। অনেক হাতুড়িয়া চিকিৎসক নিজের রোগ কিসে হয় ও জন্মে যখন তাহারা নিজে কেহ কিছুই জানিতে যেমন পারে না, তেমনিই অনেক ভণ্ডরা নিজে কেহ কোন কর্ম্মের সিদ্ধ নয়, কিন্তু পরকে নানান উপদেশ ও ব্যবস্থা সকল দিয়া থাকে, মুখে অনেকেই অনেক কথা বলে ও কহিয়া থাকে, কিন্তু কার্য্যে কিছুই নয় ও দেখিতে পাওয়া যায় না।

১৬। পবিত্র সাধু ভক্ত মহাজনদের উপদেশ সকল এজন্য সব গ্রহণ করিয়া, (যাহা সকল সব পরমেশ্বরের স্বমুখের বাক্য) তাহাই সকলে সাধন পালন ও রক্ষা করা সকলকার অতি আবশ্যক ও কর্ত্তব্য উচিত এবং তাঁহাদের পথে না চলিলে কেহ কখনই পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারেন নাই এবং পারিবেনও না।

১৭। শ্রীশ্রীঈশ্বরের আজ্ঞা নিয়ম যত সব ধর্ম্মশাস্ত্র যাহা সকল বেদ বিধি বিধান সব গ্রহণ করিয়া মান্য ও ভক্তি শ্রদ্ধার সহিত সাধন পালন ও রক্ষা কর এবং তাঁহাকে পূজা অর্চ্চনা আরাধনা উপাসনা সাধনা ও মন প্রাণ দিয়া

প্রেম করিলেই, তিনিই পাপব্যাধি হইতে অবশ্যই সকলকেই আরোগ্য করিয়া মুক্ত করিবেন, পাপীর গতিমুক্তি দাতা, তিনিই বই আর কেহ নাই, তাঁহার নাম কেহ কখনও নিরর্থক কখনই বৃথা লইও না, তাহা করিলেই, তাহার আর কোন রকমে কিছুতেই রক্ষা ও নিস্তার নাই।

১৮। এ পঞ্চ ভৌতিক স্থূল জড়দেহ কাহার কখনই চিরস্থায়ী নয়, সময়েতে প্রপঞ্চ পঞ্চমে মিশাইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়, আত্মাই চৈতন্য অবিনাশী অমর অক্ষয় চিরস্থায়ী; জড়ের পরমাণুতে শক্তিসংযোগে জীবের সৃজন হইয়া, ক্রমে ক্রমে বিকাশ ও লীন লয় সকল হইতেছে ও মায়া মোহতে সকল কর্ম্মসূত্রে ঘটনা হইয়া কার্য্য সব চলিতেছে, সকলই সব অসার অনিত্য নশ্বর, কেবলই যত ভেল্‌কীবাজীর খেলা, এজন্যই অগ্রে এই চেষ্টা করা অতি আবশ্যক উচিত কর্ত্তব্য, যাহাতে মায়া মোহের অজ্ঞান অবিদ্যা অহঙ্কার অপবিত্র অধর্ম্ম পাপ হইতে সচেতন হইয়া, এই যে অনিত্য সংসার হইতে উদ্ধার হইয়া, মোক্ষ সকলে প্রাপ্ত হইয়া, স্বর্গরাজ্যের অধিকারী হইয়া, চিরা অনন্তকাল সুখে সদানন্দে, কালযাপন করিয়া, যোগসাধনে ক্রমে ক্রমে নিষ্কামী হইয়া, নিষ্কৃতি পাইয়া মুক্তি হয়।

১৯। রোগ ব্যাধি সকল যতক্ষণ দেহতে থাকে, ততক্ষণ কাহার কোন ঔষধ কিম্বা কোন খাদ্য দ্রব্যতে রুচি ও ক্ষুধা থাকে ও হয়ও না, রোগ যখন দেহ হইতে সব ত্যাগ হইতে থাকে, তখনই সুস্থ হইয়া এমন ক্ষুধা হয়, যে অন্ন পাইলেই আর কোন ব্যঞ্জনের দরকার আবশ্যক ও অপেক্ষা বড় করে না, তেমনিই অধর্ম্মবিকার ও পাপ রোগের কারণ পাপাত্মারাই তাঁহার সকল বাক্য যাহা সকল নিয়ম বেদবিধি বিধান আর আর ধর্ম্মশাস্ত্রের উপদেশের সার যে সকল কথা তাহা সব কটু মন্দ লাগে, রুচি ভক্তি হব না, এজন্য তাহারা গ্রহণ করিতে চহে না, যেমন চোরা না শুনে কখনই ধর্ম্মের কাহিনী, কিন্তু যখন সকলকার পাপের যাতনার জ্বালায় যন্ত্রণাতে চৈতন্য জ্ঞানেতে বোধ হইয়া, পাপ, ধর্ম্ম ও পাপকর্ম্ম কার্য্য সব ত্যাগ হইতে থাকে, যেমন ফাঁসীর আসামীর কোন উপাদেয় খাদ্য দ্রব্য এবং পরমাসুন্দরী স্ত্রী ও আর কিছুই যখন ভাল লাগে না, তখনই তাঁহাকেই কেবল এবং তাঁহার বাক্য সকল যাহা নিযম বেদবিধি ও শাস্ত্রের সার যে সকল কথা ও তাঁহারই নাম বই আর কিছুই শুনিতে ভাল লাগে না।

২০। সাবধান হও, যেন রোগ ব্যাধির উপর কোন কুপথ্য না হয়, কিংবা এ দেহেরও কোন রকম কিছুই অত্যাচার হইলেই আর দেহের রক্ষা নাই, তেমনিই পাপাধর্ম্ম অপবিত্র ভ্রষ্টাচার ব্যভিচার অত্যাচার সকল জানিয়া শুনিয়া যাহারা অধর্ম্ম ও পাপ কর্ম্মকার্য্য করে, তাহাদের আর কোন রকমে কিছুতেই রক্ষা ক্ষমা ও নিস্তার নাই।

২১। পিতা মাতার কথাব বশে যাঁহারা সকলে চলে ও কর্ম্ম কার্য্য সকল করে, তাঁহাব্রাই কেহ কথনই কোন দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণা ক্লেশ পায না, এ জগতে পিতা মাতাই পরম হিতৈষী, অনেকেই কুসন্তান হয় এবং কেহ কেহ কুমাতা কুলটাতে হয়, কিন্তু কুপিতা কাহার কথনই হয নাই, কু-সন্তানদেব নিমিত্ত পিতামাতাবা কিছুতেই স্থির নয়, আর তাঁহাদের কাহার কথনই ইচ্ছা বাঞ্ছা নাই, যে তাহারা সকল কুপথে চলে ও অধর্ম্ম পাপ কর্ম্ম কার্য্য সকল করে, কিন্তু অবোধ কুসন্তানেরা অবাধ্য হইযা, সদাই কু-পথে যাইয়া, কুসঙ্গের অধীন হইয়া কুমন্ত্রণায় ও কুবুদ্ধিতে নানান দুঃখ কষ্ট ক্লেশ যন্ত্রণা পাইয়া ভোগ করে, যতক্ষণ দুঃখ কষ্ট ক্লেশ যন্ত্রণা রোগ সকল ভোগ করে, ততক্ষণই পিতামাতার শরণাগত শরণাপন্ন হইযা থাকে, ক্লেশ যন্ত্রণা সকল দূর হইলেই, আর সে সকল বিষয় মনে কিছুই না রাখিয়া, আবার সকল কুপ্রবৃত্তিতে ও কুরাস্তায় পুনরায় সকলে চলিতে থাকে, এইরূপ প্রকার পাপাত্মারাও সকল পাপাধর্ম্ম ও পাপ কর্ম্ম কার্য্যতে সদাই তাহাবা সকলে নানান দুর্দ্দাশাগ্রস্ত হইয়া থাকে।

২২। যে সকল শৈশব শিশু বালক সন্তানরা মাতার ক্রোড়েতে কিংবা হাত কি আঁচল ধরিয়া চলিতে থাকে, তাঁহাদের যেমন আর কোন ভয় থাকেও হয় না, তেমনিই আমরা যদি সকল অজ্ঞানী বালক শিশুর মতন হইয়া আমাদের স্বর্গস্থ পরম পিতা-মাতার কথার বশে অর্থাৎ তাঁহার ইচ্ছার অধীন হইয়া, সকলে আজ্ঞানুবর্ত্তী, হইয়া চলি ও তাঁহারই সকল বিধিমতে কর্ম্ম কার্য্য সব করিতে থাকি, তাহা হইলেই আর আমাদের কোন দায় আপদ বিপদ ভয ও পাপ কর্ম্ম কার্য্য এবং অধর্ম্ম কর্ম্ম সকল কাহার কথনই কিছুতেই ঘটিতে পারে না।

২৩। মঙ্গলময় দয়াময় পতিতপাবন পরমপিতা পাপীদের উদ্ধারের

নিমিত্ত যে কতশত সুসমাচার সব পাঠাইতেছেন, তথাপি পাপাত্মারা সকল নিজের পাপে, পাপ কর্ম্ম কার্য্যতে ও পাপাত্মাদের কুমন্ত্রণার অধীন হইয়া পাপাধর্ম্ম এবং পাপ কর্ম্ম কার্য্যকে কিছুতেই ত্যাগ করিতেছে না, আর ঐশ্বর্য্য বিলাস বাসনা অভিলাষ মান অভিমান সব রিপু ও ইন্দ্রিয় চরিতার্থেরও আহার বিহারের নিমিত্ত এবং এই সংসারাসক্ত লজ্জা ভয় ও পাপাধর্ম্ম তিলার্দ্ধ থাকিতে তাঁহার সহিত কাহার কখনই মিলন ও সংযোগ হইতেছে না, কারণ তিনি তাঁহার আজ্ঞালঙ্ঘনের নিয়ম বিধির মত অধর্ম্ম ও পাপ কর্ম্ম কার্য্যকে বড়ই ঘৃণা করেন।

২৪। পরমাত্মাই চৈতন্যজ্ঞান স্বরূপ, সকলকার দেহাত্মাতে থাকিয়া, সকলের মনের ভাব মতি গতি জানিতেছেন, তাঁহার নিকট কাহার কোন বল শক্তি সাধ্য ক্ষমতা জ্ঞান বুদ্ধি চালাকী চতুরতা ফন্দি ফিকিরী খাটে না, যে কে কোন বিষয় কিছুই গোপন করিয়া রাখ, তিনিই সাক্ষীস্বরূপ অন্তর্যামী অন্তরে বসিয়া সকল বুঝিতেছেন, ভূত বর্ত্তমান ভবিষৎ ত্রিকালই তাঁহাতেই অবস্থিতি বর্ত্তমান, সকল বিষয়ের কারণ সকলইতো জ্ঞাত আছেন, ইহার হস্ত হইতে এড়াইয়া কাহার কখনই কোথায় পলায়ন করিবার যো নাই।

২৫। যাহারা মায়া মোহর অজ্ঞানে ঘোর অন্ধকারে পড়িয়া রহিয়াছে, তাহারাই তাঁহাকে কিছুতেই চিনিয়া জানিতে ও দেখিতে পায় না, কিন্তু যাঁহারা সকলে উঠিয়া সচেতন হইয়া, অভিষেক হইয়া, অধর্ম্ম পাপ ও পাপকর্ম্ম কার্য্য সব একেবারে ঘৃণা করিয়া ত্যাগ করিতেছেন, আর পূর্ব্বের পাপের নিমিত্ত তাঁহার নিকট সদাই যাঁহারা খেদ ও অনুতাপ করিতেছেন, তাঁহারাই তাঁহার দয়া কৃপাতে সত্যজ্ঞান প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করিয়া, তাঁহার সকল বিষয় ও কর্ম্ম কার্য্যের সকল বিষয়ের কারণ সব ক্রমে ক্রমে বুঝিয়া জানিতে পারিতেছেন, এবং তাঁহাকে বিশ্বাসের জ্ঞাননেত্রেতে সদাই আপনার নিজের আত্মাতে সংযোগেই অবলোকন করিতেছেন, আর অনেকেরই সহিত তাঁহার কথোপকথন হইয়া দর্শন হইতেছে।

২৬। অনেকেই সদাই এই কহিতেছেন ও বলিতেছেন, যে, "অহং ব্রহ্ম, আমিই ঈশ্বর, সৃষ্টি পাপ পুণ্য কিছুই নাই ও হয় নাই, ও কেহ কেহ বলিতেছেন যে ঈশ্বর আমাদের সকল যত সব পাপ পুণ্য ধর্ম্মাধর্ম্ম সৎ

অসৎ ভাল মন্দ সত্য মিথ্যা সকলইতো তিনিই তাঁহার ইচ্ছাতে সকলকেই করাইতেছেন, যাহা সব ঘটনা হইতেছে, তাহা তিনিইতো সকলই ঘটাই-তেছেন, আমাদের নিজের কাহার, কোন সাধ্য ক্ষমতা বল শক্তি নাই, যে কেহ কিছুই করিতে পারি, সকলই তাঁহার ইচ্ছা লীলাখেলা ; আর সকল অবিশ্বাসী নাস্তিকেরা এই কেবলই বলিতেছে, যে ঈশ্বর আবার কে. সকলইতো যে যাহার আপন আপনার স্বভাব হইতে উৎপত্তি হইয়া প্রকাশ ও লয় সকল হইতেছে, তিনি কিরূপ কোথায় থাকেন এবং তাঁহাকে কে দেখিয়াছে ?” তাহাদের এই বিশেষ কএটী কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, এ জ্ঞানবিশিষ্ট জগৎকে ও কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ড সুন্দররূপে রচনা করিয়া এই অখণ্ড বিশ্বতে সৃষ্টি সৃজন করিয়াছেন, কাহার মহাশক্তি ও আজ্ঞাতে সকল গ্রহ নক্ষত্র তারা চন্দ্র সূর্য্য ও পৃথিবী নিয়মিত সময়ে উদয় ও অস্ত হইতেছে এবং নিয়মানুসারে ক্রমাগত সব চলিতেছে, সকল পাপী অবিশ্বাসী নাস্তিকদের অন্তরে কোথায় হইতে সকল দুষ্টাভিসন্ধি প্রলোভন ও কুপ্রবৃত্তি আসিতেছে ও তাহাদের অন্তরে বা কে এজন্য সেই সকল কর্ম্ম কার্য্য করিতে সদাই নিষেধ ও বারণ করিতেছেন এবং ভয় সকলকে দেখাইতেছেন, আর তাহাদের ভরণপোষণ বা কে করিতেছেন, ক্ষুধার সময় অন্ন ব্যঞ্জন আর আর আহারের উপাদেয় খাদ্য দ্রব্য সকল দিয়া পরিতোষরূপে খাওয়াইয়া সকলকে ভোজন করাইতেছেন, পিপাসা তৃষ্ণার জল দিয়া পান করাইতেছেন, বস্ত্রহীনকে বস্ত্র প্রদান করিয়া পরিধান করাইতেছেন, পীড়া হইলেই ঔষধ সকলকে দিতেছেন, নিদ্রার সময় সকলকে ঘুম পাড়াই-তেছেন, এবং কাহার শক্তিতে তাহারা সকলে অনায়াসে সহজে সব চলিতেছে ও কথাও কহিতেছে আবো আপনার স্বেচ্ছাধীন ইচ্ছা বাঞ্ছাতে সকল কর্ম্ম কার্য্য করিতেছে ? স্বভাবইতো তিনিই, অস্বভাবেতে সকলে বিকৃতি অবিশ্বাসী নাস্তিক হয়, তাঁহার স্বভাবেতে এক হইলেই, সকলই জানিতে পারিবেন।

২৭। অনেকেই তাঁহার এই সকল গভীর গূঢ় গুহ্য কর্ম্মকার্য্যের সাবের যত নিগূঢ় সকল তাৎপর্য্য অর্থ মর্ম্মের অনেক বিষয়ের কারণ সকল না বুঝিয়াও জানিতে না পারিয়া, সকলকে এই সকল কথা কহিয়া থাকে, যে

"তাঁহার কৃপা দয়া কাহার প্রতি হয় না হয়, তাহা কেহ বলিতে পারে না, সকলই তাঁহার ইচ্ছা, তিনিই অন্তর্যামী ইচ্ছাময়, সকল বিষয়ের কারণ, তিনিই জানেন ও জ্ঞাত আছেন।" কিন্তু তিনিই দয়াময় করুণাময় তাঁহার কৃপাদয়ার অভাব কিছুই নাই, ব্রহ্মকৃপাতে এজগতের যত সকল মহামহা পাপী নরাধমরা অনায়াসে সব উদ্ধার হইতেছেন, ক্ষুদ্র অধম হীনকীটরা সকলে দেবতা হইতেছেন, সকল শিশু, বালক, যুবা, বৃদ্ধবনিতা, মূর্খ, অজ্ঞানীরা সব মহাজ্ঞানী হইতেছেন ও পঙ্গুরা অক্লেশে অনায়াসে সহজে গিরি পর্ব্বত পাহাড় লঙ্ঘিতেছেন, এই সকল বিষয় যাঁহাদের অধিকার হইয়াছে তাঁহারাই সকল অনেক বিষয়ের কারণ সব ক্রমে ক্রমে দেখিয়া শুনিয়া বুঝিয়া জানিতে পারিতেছেন, কিন্তু যাহাদের জানিবার এই সকল বিষয়ের অধিকার হয় নাই, তাহারাই সব এইরূপ প্রকার সকল অবিশ্বাসী নাস্তিকের কথা সব কহিয়া থাকে। তিনি সাধু ভক্তদের সহিত কত প্রকার নানান খেলা করিয়া দেখাইয়া বুঝাইয়া দিতেছেন।

২৮। সাধুভক্ত মহাত্মারা, যোগী, ঋষি, মুনি, সন্ন্যাসী, অঘোরপন্থী ফকীর, বিবেকী বৈরাগী, বৈষ্ণব,ব্রহ্মচারী, পরমহংস,মোহন্ত, দণ্ডী, অধ্যাপক গুরু, শিষ্য, গোস্বামী, পণ্ডিত, মূর্খ, জ্ঞানী, অজ্ঞানী, শৈশব, শিশু, বালক, বৃদ্ধ, যুবা, বনিতা, ধনী, দুঃখী, পাপী, নাস্তিক সকলকেই সময় হইলেই এ পঞ্চভৌতিক স্থূল জড়দেহকে ত্যাগ করিয়া রাখিয়া যাইতে হইবেই হইবেই, জন্মাইলেই মৃত্যু সকলকার আছে ও হইবেই হইবেই, ইহার আর কোন সন্দেহ কাহার কিছুই নাই। কিন্তু কোথায় যাইতে হইবে? সঙ্গে কেবল ধর্ম্মাধর্ম্ম আর যে যাহার যেমন স্বভাব প্রকৃতি চরিত্র যেরূপভাবে আছে, তাহাই তেমনই সকলকে মৃত্যুর পরেই লইয়া যাইতে হইবেই, ইল্লং কাদা পাঁক ময়লা ধৌত হইয়া যায়, কিন্তু স্বভাবচরিত্র কখনই মরিলেও যায় না, ইহা অনেকেই জানিয়াও জানিতে পারিতেছে না, মনেতে স্থির করিয়া রাখিযাছে, যে মরিলেইতো আর ধর্ম্মাধর্ম্ম পাপপুণ্য কিছুই থাকিবে না। অহংজ্ঞানী, বুদ্ধিমান, বিদ্যাবান, মান্যগণ্য ধনবান আর এদেহমনের তেজ, বল, শক্তি, ক্ষমতা, রূপযৌবন, জাত্যাভিমান এবং ধনের ঐশ্বর্য্য জন্য অহঙ্কারে অনেকেই একারণ নানান খেলায় রঙ্গরসে উল্লাসে উন্মত্ত হইয়া, মনে করিতেছে যে

আমার এইরূপ সময় চিরস্থায়ী থাকিবে, (ধন যৌবন নিশিব স্বপ্ন) আর আমায় কোথায় যাইতে হইবে না, কিন্তু যখন পরমায়ু শেষ হইবে ও শমনকাল উপস্থিত হইবে এবং মৃত্যুর ধরাসনের শয্যাতে হিমকলেবর হইয়া শয়ন করিতে হইবে তখনই ধন, ঐশ্বর্য্য, সম্পত্তি, সহায় পরিবার ও তামাশা, মজা. সাধ, আহ্লাদ, আমোদ, প্রমোদ সব কোথায় (এদেহ পর্য্যন্ত যাহার এত যত্ন) পড়িয়া থাকিবে, মনে কব সেই দিন কি ভয়ঙ্কর, ভয়ানক, যেখানে যাইতে হইবে, সে এমন অবস্থা হইবে, আব যে কোন সাধন, ভজন, পূজন কিছুই করিতে পারিবে না, কেবলই নানান যন্ত্রণা ভোগ করিয়া সব জ্বলে মরিতেছে, কিংবা অধোগতি হইতেই হয়, তাহা তখনই সকলেই জানিতে পারিবেন। অতএব এক্ষণে সময় থাকিতে থাকিতে যাহাতে বাসনানাশ অহংবিনাশ এবং মায়ামোহ হইতে উদ্ধার হইয়া স্বভাবচরিত্র সংশোধন ও পরিবর্ত্তন হয়, আর ঘর, বাড়ী, শান্তিনিকেতন চিরস্থায়ীর জন্য এবং যাইবার পথ চেনা, সকলকাব জানা অতি ত্বরায় আবশ্যক উচিত কর্ত্তব্য।

২৯। সকল জীবাত্মা পরমাত্মার মহাবীজ কারণবারি জরায়ুতে উৎপত্তি হইয়া, সকল উৎপন্ন হইতেছে, এজন্যই আমরা সব তাহা হইতে এই পৃথিবীতে পরীক্ষার নিমিত্ত আসিয়া, যে যাহার কর্ম্মসূত্রে সুখ দুঃখ সকলে মনতে ভোগ করিতেছি, এই অক্ষয় বীজ যে কত সকলে অপচয় নষ্ট অত্যাচাব ব্যভিচার সব করিতেছে, অথচ ইহার বিনাশ ও ক্ষয় নাই। সাবধান হও, আর যেন কাহাকে অধোগতি নরকেরদিকে কখনও যাইতে না হয়, যে যেমন কর্ম্মকার্য্য করিতেছেন, তিনিই সেইরূপ কর্ম্মফলে ইহভূলোক পরে দ্যুলোক, দেবলোকে বাস করিয়া, সকলেই মনেতে সুখ দুঃখ ভোগ করিতেছেন কিন্তু অসুর শয়তান গুবেড়ের চেঙ্গরা তো কখনই স্বর্গতে যায় না।

৩০। যাঁহারা দীনাত্মা ভগ্নহৃদয় দুঃখীতাপিত শোকার্ত্তামৃদুশীল মিলনকারী দয়ালু নির্ম্মলান্তঃকরণ ধার্ম্মিকতায় ক্ষুধাতৃষ্ণায় আতুবর্তাহারাই সব ধন্য, কাবণ ইহারাই তাঁহার স্বর্গরাজ্যের অধিকারী হইয়া তাঁহার শ্রীচরণ সদৎ দর্শন, শ্রীমুখের মধুর অমৃতবাণী শ্রবণ করিতে করিতে ত্রিতাপতাপিতানলের দেহ মনপ্রাণকে শীতল করিবেন এবং সুখে সদানন্দে সকলে সব একাত্মা হইয়া অনন্ত চিরকাল যাপন করিবেন।

৩১। পবিত্র না হইলে কেহ কখনও তাঁহার স্বর্গরাজ্যের অধিকারী হইতে পারিবেন না ও তাঁহাকে দর্শন কখনই কেহ পাইবেন না, অতএব যাহাতে সকলে পবিত্র শুচিশুদ্ধ নির্ম্মল হইতে পারেন, এমত কর্ম্মকাণ্ড কার্য্য ক্রিযাকলাপ যাগযজ্ঞ দান ভজনপূজন অর্চ্চনা আরাধনা উপাসনা ও সাধনা করা কর্ত্তব্য।

৩২। আদিকালেতে সকলে দীর্ঘজীবী ছিলেন এজন্য অনেকেই শারীরিক যোগ সাধনের নিমিত্ত এ সংসার এবং আহার নিদ্রা (কেবল বায়ু ভক্ষণে) সর্ব্বত্যাগী উদাসীন সন্ন্যাসী বৈরাগী হইয়া এ পঞ্চভৌতিক স্থূলজড়দেহকে কত নির্যাতন করিযা, বশীভূত করিযা, কি পর্য্যন্ত কঠোর তপস্যাতে তাঁহাকে প্রাপ্ত হইবার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন, আবার আজকাল অনেকেই সেই সকল দেহ কিংবা শরীর সংযম সাধনের নিমিত্ত পুনরায কতপ্রকার নানান যোগসাধন করিতে সব চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু এক্ষণে কলিকালে (কেবলই অন্নাদিতে প্রাণজীবিত) স্বল্প সকলকার আয়ু, যে যুগে যাহা আবশ্যক, তাহাই সেই সকল ব্যবস্থা সব যুগধর্ম্মতে হইয়াছে। আর সময়ে সময়ে সব ক্রমে ক্রমে পরিবর্ত্তন সকল হইয়া আসিতেছে, এখন যাঁহারা পাপাধর্ম্ম ও পাপকর্ম্ম কার্য্যকে একেবারে ঘৃণা ও ত্যাগ করিয়া মন ও চিত্তকে বশীভূত করিয়া স্থির হইয়া, অভিষেক হইযা শুচিশুদ্ধ পবিত্র হইয়া, তাঁহাকে নিরন্তর পূজা অর্চ্চনা বন্দনা আরাধনা উপাসনা ও সাধনা করিবেন, তাঁহারাই তাঁহাকে এই সংসারের মধ্যেই অক্লেশে অনাযাসে সকল বিষয়েতে এবং দায় আপদ বিপদ সম্পদ্ সুখে ও দুঃখেতে সকলেতেই প্রাপ্ত হইবেন, আর তাঁহার দয়াকৃপাতে অধ্যাত্ম আধ্যাত্মিক মানসিক ও শারীরিক যোগসাধনও সকলকার ক্রমে ক্রমে সহজে স্বভাবে হইতে থাকিবে, এই কলিযুগে কেবলই শ্রীহরিনাম সাধন বিনা বই আর কিছুই নাই, এই হরিনামের মাহাত্ম্য মহিমাতে যত সব মহামহাপাপীরা উদ্ধার হইবেন। ধন্য কলিযুগ, যাহা কত যোগসাধন করিয়া হয় নাই, তাহাই এক্ষণে অনাযাসে সহজে সুলভে সব হইতেছে। এই নাম "হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ, হরে হরে; হরে রাম, হরে রাম, রাম রাম, হরে হরে।" হরের্নামৈব কেবলম্। হরে সর্ব্বঅমঙ্গলকে হরেন, কৃষ্ণ মনকে আকর্ষণ করেন, রাম আত্মরমণ।

৩৩। তিনিই সামান্য ধন নয় যে রাস্তায় পড়িয়া রহিয়াছেন, যে সে অমনি তুলিয়া লইবেন, তবে যিনি তাঁহাকে সমুদয় হৃদয় আত্মা প্রাণ দেহ মন দিয়া প্রেম করিবেন, তিনিই তাঁহাকে অবলোকন করিয়া আত্মাতেই সংযোগ হইলে দর্শন পাইবেন, তিনিই ভক্তের ধন, সকলকার মন বই আর কিছুই চাহেন না। মন যে পর্য্যন্ত বশীভূত হইয়া, চিত্ত স্থির না হইতেছে, সে পর্য্যন্ত তাঁহাকে কেহ কখনই দর্শন পাইতেছেন না ও কোন কর্ম্ম কার্য্যের কিছুই কাহার সিদ্ধ কখনও হয না, তাঁহার মতন সিদ্ধ হইতে সকলে সাধন করিতে চেষ্টা কর।

৩৪। কু, সু, এই দুইটী বৃত্তি অর্থাৎ স্বেচ্ছাধীন ইচ্ছা বাঞ্ছা চিন্তা সকল এবং দৈব ও পাপাত্মাদের বাণী সকল পরীক্ষার নিমিত্ত সকলকার মনেতে উৎপত্তি হয়, যাঁহাদের অন্তরে সুপ্রবৃত্তি সকল রহিয়াছে, তাঁহারাই দেবতা সুজন মহাত্মা সাধু ভক্তগণ, আর কুপ্রবৃত্তি প্রলোভন এবং দুষ্টাভিসন্ধি যাহাদের অন্তবে সকল মন্দ নিহিত হইয়া, কেবল নিয়তই মনেতে রহিয়াছে, তাহারাই পাপী অসুর শয়তান, পাপের কারণ পাপাত্মারা সকলে সদাই কুসঙ্গে চলে ও যায়, এবং পাপাধর্ম্ম ও পাপকর্ম্ম কার্য্য সকল করিতে থাকে অর্থাৎ যাহাকে প্রবৃত্তি বলে, তথাচ তিনি সকলকে দয়াও কৃপা করিয়া একারণ সদাই আত্মার ভিতরে সে সকল বিষযের কার্য্য কবিতে নিষেধ ও বারণ পরীক্ষার নিমিত্ত করিতেছেন, ইহাতে যাঁহার চৈতন্য বোধ হইয়া জ্ঞানেতেই সকল বিষয়ের কারণ সব বুঝিয়া জানিতে পারিতেছেন, আর সেই সকল কুপ্রবৃত্তিও পাপাধর্ম্ম সকল একেবারে ঘৃণা করিয়া ত্যাগ করিতেছেন, অর্থাৎ তাহাকেই নিবৃত্তি কহে, তিনিই সকল পাপাধর্ম্ম ও পাপকর্ম্ম কার্য্য হইতে রক্ষা ক্ষমা ও নিস্তার পাইতে পারেন, পাপাব যতক্ষণ চৈতন্য বুদ্ধি জ্ঞান না হইতেছে, ততক্ষণ তাঁহার আর কোন রকমেই নিস্তার ও রক্ষা নাই, মনুষ্যের সকল দোষ অপরাধ অধর্ম্ম পাপ ও নিন্দার ক্ষমা হইবে, কিন্তু যাহারা প্রতারণাকারী যাজক গুরু পুরোহিত ও অহঙ্কারী নাস্তিক অবিশ্বাসী ভণ্ড কপটীরা আর যে কেহ মস্তিষ্ক রক্তের গরমে অহঙ্কারে তমতে উন্মত্ত হইয়া সকল সাধু ভক্ত পবিত্রাত্মাদের নিন্দা করে, ও কটুবাক্য বলে কি কহে এবং ধর্ম্মের বিরুদ্ধে কথা কহে কিংবা কর্ম্ম কার্য্য সকল করে, তাহাদের ইহ কি পরলোকেতেও কাহার কখনও

রক্ষা কি ক্ষমা পাইবে না, ' অজ্ঞানের পাপ জ্ঞানে যায় ও খণ্ডে, জ্ঞানের পাপ তীর্থে খণ্ডে, তীর্থের পাপ অর্থাৎ ঠাকুরঘরের পাপ আর কিছুতেই খণ্ডে ও যায় না। মন ভাল নয় তীর্থ করে, মিছা কার্য্যে সব ঘুরে মরে, মনই সকল বিষয়ের মূলাধার, মন যদি হয় চাঙ্গাতো কটোরা গঙ্গা, যাহার যেমন মন তাহার তেমনিই ধন আপ ভালাতো জগৎ ভালা, মুচি হযে শুচি হয়, যদি কৃষ্ণ ভজে, আর শুচি হযে মুচি হয যদি কৃষ্ণ ত্যাজে," কালীকৃষ্ণ গর্ড খোদা অর্থাৎ ব্রহ্ম ও ব্রহ্মের শক্তি যাহা প্রকৃতি সব স্বরূপ, সকলই এক, দ্বিধা নাই, একেতেই বহু, বহুতেই এক, একে একে দুই হয়, এক বই আর কিছুই নাই, একেতেই উৎপত্তি লয় মিলন যোগ একাঙ্গ একাত্মা এক স্বভাব, কেবলই বিকৃতি অস্বভাবেতে, দুই ও বহু বোধ সব হইতেছে।

৩৫। স্বভাব চরিত্রকে সংশোধন করিয়া পরিবর্ত্তন কর, সকলকে স্নেহ শ্রদ্ধা দয়া ক্ষমা ও আত্মতুল্য প্রেম প্রণয় কর, ইহা হইলেই তাঁহার কৃপা ও দয়াতে সকল ঐহিক পার্থিব শারীরিক মানসিক আধ্যাত্মিক আধ্যাত্ম পরমার্থিক ঐশ্বরিক সকল বিষয়ের কারণ সব ক্রমে ক্রমে দেখিয়া শুনিয়া বুঝিয়া জানিতে পারিবেন, সকলকে প্রেম করিলেই, তাঁহাকেই প্রেম করা হয়, কারণ তিনিই সকলের আত্মাজীবন প্রাণ, এজন্য আমরা সকলে পরস্পরে সেবা ও প্রেম প্রণয় করি, যখন সকলের আত্মা সমান একাত্মা বোধ হইয়া চৈতন্যজ্ঞান হইবে, তখনই তিনিই আত্মতত্ত্ব ব্রহ্মজ্ঞানী হইবেন।

৩৬। তিনি বড় অধিক দুরে নাই, দেহাত্মার ভিতরে অবস্থিতি করিতেছেন, তাঁহাকে ভয় কর, তিনিই সাক্ষীস্বরূপ অন্তর্য্যামী অন্তরে বসিয়া রহিয়াছেন; যাঁহারা সচেতন হইয়া অভিষেক হইয়া তাঁহাকে হৃদয়মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করিয়া ধারণ করিয়া নিয়ত পূজা অর্চ্চনা বন্দনা আরাধনা উপাসনা ও সাধনা করিতেছেন, তাঁহাদেরই পাপাধর্ম্ম সকল চৈতন্য বুদ্ধি জ্ঞানেতে সব বোধ হইয়া, তিরোহিত হইয়া, ক্রমে ক্রমে সকল দূর হইতে থাকিবে, আর তাঁহাকে চিনিয়া জানিতে পারিবেন ও বিশ্বাসজ্ঞান আঁখিতে অবলোকন করিয়া আত্মাতেই সংযোগেতে দর্শন পাইবেন, তাঁহাতে যাঁহার তিলার্দ্ধ বিশ্বাস হইয়াছে, তিনিই পর্ব্বত পাহাড়কে সরিতে বলিলেই অর্থাৎ বড় বড় ভয়ানক পাষাণের মতন কঠিন দায় আপদ বিপদ সহজে সব সরিয়া দূর

হইতে থাকে ও যায়. বিশ্বাসই ভগবদ্জ্ঞানের মূল, পাথোরের উপর ভিত স্থাপন কবা হয়, আর ইহার কখনই কিছুতেই পতন নাই, জীবনেতে প্রত্যক্ষ দর্শনই তাহাই প্রকৃত বিশ্বাস, অন্ধবিশ্বাসের. কোন ফলই নাই, আর দ্বিজ হইয়া অনন্ত নবজীবন প্রাপ্ত না হইলেই, এমন সকল মহর্ষিদের ভাষার কথা অনেকেই একারণ বুঝিয়া জানিতে পারিতেছেন না, এই নরলোকেরই কথার ভাষা অনেকেই বুঝিয়াও জানিতে পারে না।

৩৭। দুষ্ট ভণ্ড কপটী দস্যু পামর পাষণ্ড অবিশ্বাসী নাস্তিক দুবাচার অসুর শযতান সব্ পাপাত্মারা সকল পাপাধর্ম্মেব উপর বড়ই ভযানক সম্রাজ্য বিস্তার করিয়াছে ও করিতেছে এবং অতিশয় পবাক্রম সব প্রকাশ করিতেছে, নিয়তই সমর যাহা রাম-রাবণের, শুম্ভ নিশুম্ভের, দেবাসুরের যুদ্ধ সকলকার মনের ভিতর অন্তরে জাগরূক হইতেছে, ইহাদের হস্ত হইতে কাহার কোন বল শক্তি ক্ষমতা সাধ্য নাই, যে কেহ কোন রকমেতেই এড়াইয়া রক্ষা ও নিস্তার পায়, তবে যাঁহারা পাপাধর্ম্ম ও পাপকর্ম্ম কার্য্যকে একেবারে ঘৃণা করিয়া ত্যাগ করিতেছেন, তাঁহারাই পবিত্রাত্মা দেবতাদের সাহায্যতে ক্রমে ক্রমে পবিত্র হইয়া, তাঁহার সহিত যে পর্য্যন্ত একাত্মা হইয়া সংযোগ না হইতেছে, সে পর্য্যন্ত তাঁহার আর কোন রকমেই রক্ষা ও নিস্তার নাই।

৩৮। অন্ন মিষ্টান্ন ক্ষীর দুগ্ধ দধি মাখন ছানা আর আর উপকরণ ও ফলমূলেতে নৈবেদ্য করিয়া ও জল বস্ত্র কাঞ্চন রজত রত্ন অর্থ ধন কড়ি ফুল চন্দন ধুপ দীপ এবং ছাগ মেষ মহিষ বলিদান করিয়া, অগ্নিতে ঘৃত দিয়া, হোম করিয়া, আহুতি দিয়া, তাঁহাকে পূজা অর্চ্চনা বন্দনা আরাধনা উপাসনা ও সাধনা করিলেই, যে তাঁহাকে দর্শন পাওয়া যায়, এমত নয়, তিনি এ সকল দ্রব্য আহার ব্যবহাব করেন না ও চাহেন না, এ সকলই আমাদের দযা ও কৃপা করিয়া শুচি শুদ্ধ ও পবিত্রতাতে আহারব্যবহার নিমিত্ত প্রদান করিতেছেন, কেবলই সকলকার মন চাহেন, অতএব মন ও চিত্তকে বশীভূত করিয়া স্থির হইয়া, শুচি শুদ্ধ নির্ম্মল পবিত্র হইয়া, দেহাত্মা প্রাণ মনকে উপহার উপকরণে নৈবেদ্য করিয়া আর আমিত্ব যে অহংসিংহকে ব্রহ্মজ্ঞান ও শান্তিখড়্গাতে বলিদান দিয়া, মহাপ্রায়শ্চিত্ত অনুতাপের সহিত করিয়া,

ব্রহ্মপুণ্য জ্ঞানাগ্নিতে পাপাধর্ম্ম তম অহঙ্কারকে মহাযাগযজ্ঞ করিয়া, হোম করিয়া শ্রদ্ধাঘৃতাদিতে আহুতি দিয়া, বাক্যপুষ্প সকল ভক্তি চন্দনেতে এবং সদ্‌গুরু জ্ঞান ও পুরোহিত রসনাতে, তাঁহাকে নিরন্তর পূজা ভজনা অর্চ্চনা বন্দনা আরাধনা উপাসনা ও সাধনা করিতে করিতে, আপনার নিজের আত্মাতেই সংযোগ হইলেই, তাঁহাকে দর্শন হয়, তিনিই সকলকার দেহাত্মাতে অবস্থিতি করিয়া বাস করিতেছেন, যতক্ষণ নিজের আত্মাকে চিনিয়া জানিতে না পারিতেছ; ততক্ষণ তাঁহাকেও কেহ কখনই জানিয়া চিনিতে পারিতেছ না, যখন আপনার নিজের আত্মাকে দেখিতে পাইবে, তখনই তাঁহাকেই আত্মাতেই সংযোগেই দর্শন পাইবেন, তাঁহাকে একান্ত মনে স্থির হইয়া, একচিত্তে চিন্তা করিয়া ভাবিয়া দেখিলেই, তিনিই বৃহৎ মহান অনন্ত আবার সুক্ষ্ম সার এবং নিজে আপনাকে দেখিলেই অধম ক্ষুদ্র রেণু কীট, কিন্তু যখন তাঁহার প্রত্যেক স্বরূপেতে ভাবিয়া মগ্ন হইয়া, তাঁহাতে প্রবেশ হওয়া যায়, তখনই আমি তিনি আর কিছুই থাকে না, এক অনন্ত অসীম মহা চিদাত্মাতে মিশাইয়া যায় কিংবা তাঁহার মহাসত্তা সমুদ্রে একেবারে ডুবিয়া মগ্ন হইয়া যায়, যেমন বিন্দু সিন্ধুতে একেতে এক হইয়া যায়।

৩৯। অর্থ কড়িতে এদেহের রোগের সব প্রায়শ্চিত্ত হয়, কিন্তু অর্থ ধন রত্ন কড়িতে পাপ রোগের প্রায়শ্চিত্ত হয় না, এ রোগের মহা প্রায়শ্চিত্ত এবং মহৌষধ কেবলই এই, যে যাহার আপনার অধর্ম্মপাপের দোষ ও ত্যাগস্বীকার অঙ্গীকার করিয়া, অনুতাপের সহিত প্রায়শ্চিত্ত করিয়া এবং যত পাপাধর্ম্ম ও পাপকর্ম্ম কার্য্যকে একেবারে ঘৃণা করিয়া ত্যাগ করিয়া; অভিষেক হইয়া, শুচি শুদ্ধ নির্ম্মল পবিত্র হইয়া, শ্রীহরিকে নিয়ত পূজা ভজনা অর্চ্চনা আরাধনা উপাসনা ও সাধনা করিতে করিতে ও তাঁহার নামামৃতরসপান করিতে করিতে শারীরিক মানসিক আধ্যাত্মিক পাপ ব্যাধি পীড়া রোগ বিকার সব জ্ঞানাগ্নিতে পুড়িয়া ভস্ম হইয়া সকল উড়িয়া দূর হইতে থাকে এবং ভবসাগর তাঁহার শ্রীচরণ তরীতে অনায়াসে পার হওয়া যায়।

৪০। তিনিই নিত্য স্বভাব স্বতঃসিদ্ধ সত্য জ্ঞান বিদ্যা বুদ্ধি, যে সকল শাস্ত্র নিয়ম ধর্ম্ম বেদবিধিবিধান সব দিন দিন যাহা সকল প্রদান করিতেছেন, তাহাই সকল শ্রদ্ধাভক্তির সহিত মান্য করিয়া গ্রহণ করিয়া স্বধন

পালন ও রক্ষা করিলেই, সকল পাপাধর্ম্মের মতি রতি গতি সকল ক্রমে ক্রমে দূর হইয়া শুচিশুদ্ধ নির্ম্মল পবিত্র হইয়া যায়, কিন্তু যাহারা তাঁহার আদেশ যত সব নিয়ম বেদবিধি বিধান পাইয়া ও জানিয়া শুনিয়া বুঝিয়া সেই সকল সাধন পালন ও রক্ষা না করে, তাহাদেরই যত যাহা কিছুই বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞান তেজ বল শক্তি ক্ষমতা যাহা সব পুণ্য সৎকার্য্যের ধর্ম্ম কর্ম্ম পূর্ব্বের সঞ্চয় আছে, তাহাও তিনি সকল হরণ করিয়া কাড়িয়া লইবেন, একারণ তাহাদের বড়ই দুঃখ কষ্ট ক্লেশ যন্ত্রণা পাইয়া সব ভোগ করিতে হইবেই হইবেই এবং অধোগতি হইতেই হয়।

৪১। মৃত্যুই যমরাজ ন্যায়ান্যায়ের বিচারকর্ত্তা ধর্ম্মাবতার, সাধকদের বন্ধু মিত্র সখা সুহৃদ, কারণ অন্তে ইনিই সকলকে কোলেতে স্থান দিয়া সঙ্গে করিয়া লইয়া যায়, সকলে একেবারে পাপাধর্ম্মসম্বন্ধে না মরিলে, কেহ কখনই পুনর্জন্ম দ্বিজ অমর হইয়া, পুনর্জাত হইয়া, নব অনন্ত জীবন পায় নাই, যেমন বীচী না পচিলে ও সময় না হইলেই কখনই অঙ্কুর হয় না, কিন্তু ভাজা বীচীর কিছুই হয় না, তেমনই জীব সকল মোক্ষ মুক্ত হইলেই আর জন্মে না, তবে কেবলই কর্ম্মসূত্রের ফলের ভোগের নিমিত্ত সুখ দুঃখ পাইবার জন্যই পুনঃপুন জন্মমৃত্যুই অর্থাৎ নানান অবস্থার সব পরিবর্ত্তন হইতেছে, পাপীদের মৃত্যুকালস্বরূপ হইতেছে; কারণ তাঁহারা মৃত্যুকে অর্থাৎ ত্রিতাপের তাপতানলের যন্ত্রণা সকল ভোগ করিতে ভয় ও ত্রাস পাইতেছে, সাধকেরা সব নিজের আপনার সাধনার তেজের জোরেতে মৃত্যুকে অর্থাৎ যন্ত্রণা সকল ক্রমে ক্রমে অনায়াসে সহজে অক্লেশে স্বভাবেতে সকল নির্ব্বাণ হইয়া জয় করিতেছেন, যিনি যেমন সাধন করেন, মৃত্যুর সময় তাঁহার সব জানা যায়।

৪২। অনেকেই অন্যকে ঘৃণা করিয়া ত্যাগ করেন, কিন্তু পতিতপাবন শ্রীহরি কাহাকেই কখনই ত্যাগ করেন নাই, যিনি পাপাধর্ম্ম ও পাপকর্ম্ম কার্য্য সকল একেবারে ঘৃণা করিয়া, ত্যাগ করিয়া, মনপ্রাণ দিয়া, তাঁহাকে প্রেম করিয়া, তাঁহারই শরণাগত হইয়া তাঁহাতে সব নির্ভর করিয়া থাকিবেন, তাঁহাকে তিনি অবশ্যই গ্রহণ করিবেন, তিনিই অনাথের নাথ, পাপিতাপিতের গতিমুক্তি দাতা, তিনিই বই আর এ সংসারের মধ্যেই কেহ

নাই, তিনিই সকলই ইচ্ছাতে সব করিতে পারেন বটে, কিন্তু কাহাকে ত্যাগ এইটী কখনই করিতে পারেন না, তাঁহার সমান তুল্য কেহ নাই ও কাহাকেও করেন নাই, এবং অন্যায় ও নূতন কিছুই করিবেন না, তাঁহার নিয়মের কর্ম্মসূত্রে সকল কর্ম্মকার্য্য ঘটনা হইয়া এবং কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ড সকল মহাশক্তিতে সব ক্রমাগত সকল চলিতেছে।

৪৩। তিনিই তো জ্বলন্ত চৈতন্যস্বরূপ পরমাত্মা পরব্রহ্ম শ্রীহরি সর্ব্বত্র চিন্ময় বর্ত্তমান রহিয়াছেন, যাঁহার ইচ্ছা ও আজ্ঞাতে কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি সৃজন হইয়াছে, তাঁহাতে উৎপত্তি হইয়া যাহা সকল উৎপন্ন হইয়া বিকাশ হইয়াছে ও হইতেছে, তাহাই সকলই সব পবিত্র, তাঁহার সকল কর্ম্ম কার্য্য সব পবিত্র, তবে আমরা যাহা সব মায়া মোহ অহঙ্কার অজ্ঞান অবিদ্যাতে যে সকল নিজের স্বেচ্ছাধীন ইচ্ছাবাঞ্ছাতে কর্ম্মকার্য্য যাহা করি, তাহাই সকল অত্যাচার ব্যভিচার ভ্রষ্টাচার পাপ অপবিত্র অধর্ম্ম হয়, তিনিই পরমপবিত্রাত্মাচৈতন্যচিন্ময় নিরঞ্জন নিরাকার অরূপ বটে, আবার তিনিই সাকার অপরূপ বিরাটমূর্ত্তি, যাঁহার কুল কিনারা নাই ও পাওয়া যায় না, মনের অগোচর এবং এ সীমাবিশিষ্ট বিদ্যাবুদ্ধির জ্ঞানের অতিরিক্ত, তাঁহাকে কেহ এপর্য্যন্ত নির্ণয় ও এখনও কিছুই স্থির করিতে পারেন নাই ও পারিবেন না, একারণ তাঁহাকে কেহ কোন কিছুই বর্ণনা কিম্বা অনন্তরূপের নির্দ্দিষ্টস্বরূপ কল্পনা করিয়া প্রতিমা নির্ম্মাণও করিতে পারেন নাই। তবে যে গাছপাথর মৃত্তিকাতে নানানমূর্ত্তিতে প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া, যাঁহারা তাঁহাকেই পূজা অর্চ্চনা বন্দনা আরাধনা উপাসনা ও সাধনা করিতেছেন, তাহাতে তাঁহারা যে কিরূপে তাঁহাকে অবলোকন করিয়া দর্শন করিতেছেন? তিনিই সকলকার দেহাত্মাতেই বিরাজমান অবস্থিতি করিয়া প্রকাশ হইয়া রহিয়াছেন, যাঁহার মন ও চিত্ত বশীভূত হইয়া স্থির হইয়াছে, তিনিই সংযোগেই তাঁহাকে দর্শন ও কথোপকথন সদাই তাঁহার সহিত করিতেছেন, সেই সকল বাক্য সব দৈববাণীর আদেশ, যাহা হইতে নানাবিধ ধর্ম্ম বেদবিধিবিধান নিয়মশাস্ত্র সকল প্রকাশ হইয়াছে ও হইতেছে।

৪৪। পরমাত্মাকে নির্গুণ নিরাকার নির্বর্ণ অরূপ অলক্ষণ ইত্যাদি মহাত্মারা যাঁহাকে বলেন ও কহেন, অর্থাৎ তাঁহার কোন নির্দ্দিষ্ট রূপলক্ষণ আকার

র্ণ গুণ নাই কিন্তু পরমাত্মাতেই পূর্ণতাতে সর্ব্বগুণই রহিয়াছে, সেই সকল গুণ যে পর্য্যন্ত জীবাত্মাতে সংযোগ অর্থাৎ তাঁহার স্বভাবেতে এক না হইতেছে, সে পর্য্যন্ত তাঁহার সহিত কাহার কখনই একাত্মা হইয়া সংযোগ ও মিলন হইতেছে না।

৪৫। পাপেতে নানান রোগ শোক জরা মৃত্যু দুঃখ কষ্ট ক্লেশ যন্ত্রণা সব নরকভোগ হয়, পুণ্য সৎকার্য্যাতে সদাই সুখ আনন্দ শান্তি স্বর্গভোগ হয়, স্বর্গ ও নরক কোন নির্দ্দিষ্টস্থান কোথাও নাই, কেবলই সব জীবের অবস্থামাত্র, এই বিশ্ব অখণ্ডব্রহ্মাণ্ডমধ্যেই সকলকে সুখ দুঃখ মনেতেই সব ভোগ করিতে হইতেছে, যাহার যেমন কর্ম্ম, তাহারাই তেমনই সকল ফল প্রাপ্ত হইতেছে। ঈশ্বর যেখানে সেইখানেই স্বর্গ, অহং যেখানে সেইখানেই নরক।

৪৬। আমাদের স্বর্গস্থ পরমপিতাই কেবলই স্বতঃসিদ্ধ, আর কেহ স্বতঃসিদ্ধ নাই, আইস আমরা সকলে তাঁহার মতন সিদ্ধ হইতে, সাধন করিতে সব চেষ্টা করি, এ পৃথিবীতে আপনার নিজের জন্য কেহ কখনই অর্থ ধন রত্ন সঞ্চয় করিও না, কারণ এখানে নানান রকমে সব নষ্ট হইয়া যাইবে, এজন্য গোপনেতে সকল দান কর, সাধু ভক্ত ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তিদের অন্ন জল ব্যঞ্জন আর আর সকল উপাদেয় আহারের খাদ্যদ্রব্য দিয়া পরিতোষ করিয়া খাওয়াইয়া ভোজন করাও, বস্ত্রহীনকে বস্ত্র প্রদান কর, দরিদ্র দুঃখী তাপিতপীড়িত রোগী ভিক্ষুক ভিখারী গরীব কাঙ্গালী দীনহীন কুঠে অন্ধ খোঁড়া নুলা পতিপুত্রহীন বিধবা পিতৃমাতৃহীন শিশু ও নাবালকদের অন্ন বস্ত্র অর্থ ধন দিয়া বিদ্যা দান করিয়া সন্তুষ্ট কর, আর রোগীদের চিকিৎসা করিয়া ঔষধি দিয়া সকলকে আরোগ্য কর।

৪৭। পিতামাতা জ্যেষ্ঠ ভাই ভগিনীদের মান্য ও শ্রদ্ধা কর, কনিষ্ঠদের স্নেহ কর, সকল জীবের প্রতি সমান স্নেহ কর, রাগ দ্বেষ নিন্দা হিংসা কাহার প্রতি কেহ কখনই কিছুই করিও না। "অহিংসা পরমো ধর্ম্ম।"

৪৮। ভ্রাতা ভগিনীদের প্রতি কেহ কখনই অকারণে ক্রোধ কিংবা কটু বাক্য কহিও না আর কেহ কাহার সহিত কোন কলহ বিবাদ কখনও করিও না, বরঞ্চ যদি কেহ কোন বিষয়ের নিমিত্ত যাচ্ঞা করে, তাহা

হইলেই, তাহা থাকিতে, কেহ কখনই প্রদান করিতে পরাঙ্মুখ হইও না ও বঞ্চনা করিও না।

৪৯। এ দেহ রক্ষার নিমিত্ত কি ভোজন পান ও পরিধান করিব, ইহার জন্য কেহ কখনই কোন বিষয়ের চিন্তা করিও না, কারণ আমাদের জন্ম ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বেই যখন আহারের নিমিত্তে আমাদের গর্ভধারিণীমাতার স্তনেতে পরিমিত দুগ্ধ পরম পিতা পরমেশ্বর দিয়াছেন, আর আর যাহা যাহা পরেও প্রয়োজন যত আছে, তাহাও সকল আমাদের সৃষ্টি সৃজনের পূর্ব্বেই প্রস্তুত করিয়া সব স্থির করিয়া রাখিয়াছেন, অভাব কোন বিষয়ের কিছুই নাই, যাঁহার যাহা প্রয়োজন হয় ও আছে, তাহার নিকট একারণ প্রার্থনা যাচ্ঞা অন্বেষণ করিলেই, সকলই প্রাপ্ত হইবেন, অতএব ইহার নিমিত্ত অদ্য কিংবা কল্যকার জন্য কেহ কখনও ভাবিত হইও না, জন্মাইলেই দেহ রক্ষা নিমিত্ত ক্ষুধা পিপাসার অন্ন জল ও পরিধানের বস্ত্র সকল প্রয়োজন হয় ও আছে, কিন্তু মরিলেই আর এই সকলের দরকার নাই ও প্রয়োজন কিছুই হইবে না, কারণ এই সকল আত্মা কিছুই খায় ও পরে না।

৫০। আপনার নিজের দোষ অগ্রে সংশোধন ও পরিবর্ত্তন না হইলে, অপরের যেন কেহ কোন দোষানুসন্ধান করিও না, আর পরের অন্যায় বিচার কেহ কখনই করিও না, যে অন্যায় বিচার করিবে, তাহার বিচার অগ্রেই হইয়া গিয়াছে।

৫১। পরদ্রব্য অপহরণ কিংবা অনিষ্টসাধন করা, অপেক্ষা বরং হাত কাটা কিংবা মরা ভাল, মিথ্যা কথা কহা, অপেক্ষা বরং জিহ্বা কাটিয়া ফেলা ভাল, এবং পর স্ত্রীর প্রতি কামভাবে দৃষ্টিপাত করা, অপেক্ষা বরং চক্ষু উৎপাটন করিয়া দূরে ফেলিয়া দেওয়া ভাল, এই সকল ব্যবস্থা যাহা যত হইয়াছে, তাহা সব বৃথা, কারণ এরূপ প্রকার সকল সাধন করিলেতো মনের ভিতর হইতে পাপাধর্ম্মতো কিছুতেই যায় না, কারণ মণের ভিতর অন্তরে ইহার খনি, যাহাতে মন হইতে এ সকল দূর হইয়া যায়, এমত উপায় করা অতি আবশ্যক। মিথ্যা লোভ স্বার্থপরতা পাপাধর্ম্ম বাসনা যতক্ষণ মন হইতে ত্যাগ না হইতেছে, ততক্ষণ সত্যকে প্রাপ্ত কিছুতেই হইতেছে না, সুবুদ্ধি জ্ঞান চৈতন্য হইলেই, সত্যই আপনি প্রকাশ অবশ্যই হইবেন, আর এই সকল কুপ্রবৃত্তি সব দূর হইতে থাকিবে আর সর্ব্বাঙ্গ বজায়ও রহিবে।

৫২। আদিতে পুরুষ স্ত্রী একাঙ্গী হইতে প্রত্যেক প্রত্যেকাঙ্গ সকল জীব ও মনুষ্যকে সৃজন সৃষ্টি বৃদ্ধির জন্য তিনি করিয়াছেন, একারণ ইহার উভয়েই এক, আর দুই নয়. কেবলই সৃষ্টি বৃদ্ধির নিমিত্ত পুরুষ বীজ ও স্ত্রী ক্ষেত্রভূতল হইয়াছে স্ত্রীধর্ম্মের সময়েই (রতিশাস্ত্র নিয়মেতে) কারণবারি পড়িলেই সন্তান উৎপত্তি হইয়া উৎপন্ন হয়, যদি অসময় অনিয়মে বীজ যাহা রেতবীর্য্যতেজ পড়ে তাহাতেই জীব জন্মে নাই. অনর্থক বীজ ত্যাগ হইলেই এজন্য ভ্রূণহত্যা হয়, কেহ নরহত্যা করিও না, যাহারা নরহত্যা করে, তাহারা বড়ই দুঃখ কষ্ট ক্লেশ যন্ত্রণাভোগ করিয়া সব জ্বলে মরিতেছে, অনেকেই মনে করিতেছে যে আমিতো কখনই নরহত্যা করি নাই, তাহারা হাতে বড়ই মারে না, কিন্তু ভাতে মারে ও নানান কল কৌশল করিয়া আরো কত প্রকার দুঃখ পীড়ন কষ্ট যন্ত্রণা জ্বালা দিয়া সব মারিতেছে, এমন সময় হইয়া উঠিয়াছে, যে পিতামাতা ও বৃদ্ধ গুরুজনাকে এক মুঠা অন্নও দিতে পারে নাই. এই অন্ন বিনা, সব পাপেতে উচ্ছন্ন হইয়া, একারণ অনেকেই নানান দুঃখ কষ্ট ক্লেশ যন্ত্রণার জ্বালায় যাতনাতে কত প্রকার দস্যু অসৎ কর্ম্ম কার্য্য করিয়া, নানান যন্ত্রণা ভোগ করিয়া, সব জ্বলে মরিতেছে, এই কলির রাজ্যেতে যত সব অসুর শয়তানদের পাপাধর্ম্মেতে ভারতের যে আরো কত কি দুর্দ্দশা আছে ও ঘটিবে তাহা শ্রীহরিই সকলই জানেন, আবার কবে যে সত্যযুগ আসিবে ও পাপাধর্ম্ম সব দূর হইয়া সত্যের জয় হইবে, তাহা হইলেই ভারতমাতার সব দুঃখ যন্ত্রণা সকল দূর হইয়া যাইবে।

৫৩। অনেকই এজনাই সংসার ধর্ম্ম অর্থাৎ বিবাহ করেন নাই, যাহারা নপুংসক ক্লিব তাহাদেরতো বিবাহ নাই আর কুমারী কুমারচর্য্য করিতেছেন, এমন নপুংসকের মতন অনেকই আছেন, যেমন মেয়েতে হিজাড়া, পুরুষেতে খোজা হইয়াছে সব কর্ত্তাভজা, আরো এই রূপ অনেক সম্প্রদায়িক ধর্ম্মমতাবলম্বীদের ভিতরে রহিয়াছে, কিন্তু স্বর্গরাজ্যেতে এখানকার মতন বিবাহ নয়, সেখানে সকলে একত্মা সখাসখী হইয়া, যাহা প্রকৃত বিবাহ তাহাই যুগল মিলন জীবাত্মা পরমাত্মাতে বিবাহিত হইয়া সকলেই রহিয়াছেন, আদিতে এখানেতো কোন রকম বিবাহের নিয়ম কিছুই ছিল না, এক্ষণে নানান মতে

সব ধন অর্থসঞ্চয় করিবার জন্য এবাঙ্গতে মিলন বিবাহ নিমিত্ত, নানান রকম নিয়মের ব্যবস্থা হইয়া, সকল প্রচলিত হইতেছে, কিন্তু পুরুষ ত্রিশ ও স্ত্রীর বারো বৎসরের অধিক না হইলেই; এ ভারতের লোকের বিবাহ কাহার করা উচিত ও কর্ত্তব্য নয়, কারণ বাল্যবিবাহতে অনেক দোষ ও কুসংস্কার সব ঘটনা হইতেছে আরও কত হইতে পারে।

৫৪। শ্রীশ্রীঈশ্বর যাহাকে মারেন, তাহাকে আর কেহ রক্ষা করিতে পারে না ও যাঁহাকে রাখেন তাঁহাকে আর কেহ কিছুতেই মারিতেও পারে না, আর যাঁহাকে ঐহিকের সুখ দেন, তাঁহার কোথায় হইতে অর্থ ধন রত্ন সঞ্চয় হইতে থাকে, যেমন নারিকেলে জল সঞ্চয় হয়, তাহা কেহ জানিতে পারে না ও দুঃখের সময়ে কেমনে ক্ষয় হয়, যেমন কর্পূর উবে যায়, তাহা কেহ দেখিতেও পায় না। অনেকেই এই সামান্য ধন অর্থ রত্ন সঞ্চয় জন্য কত রকমে সব চেষ্টা করিয়া পাইবার নিমিত্ত অনুসন্ধান করিতেছেন, কিন্তু বরাতে অর্থাৎ তাঁহার কৃপা কিংবা ইচ্ছা না থাকিলে কি হইলে কেহ কখনই পায় না।

৫৫। রিপু ও ইন্দ্রিয় সকল চরিতার্থের এবং ঐহিকের সুখের ও আহার বিহারের নিমিত্ত মনুষ্যরা কি পর্য্যন্ত না পরিশ্রম করে, এমন কি অনেক জ্ঞানী অজ্ঞানী পণ্ডিত মূর্খেরা এদেহকে পর্য্যন্ত বিনাশ করিয়া এই সামান্য অর্থ ধন উপার্জ্জনের কারণ, কত প্রকার কৃষিচাষ বাণিজ্য কল কৌশল ফন্দী ফিকিরী চাকিরী এবং নানান প্রকার বিদ্যা শিখিয়া, নানান রকমে সব চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু যখন কাল উপস্থিত হইবে ও হিমকলেবর হইয়া মৃত্যু ধরাশয্যাসনে শয়ন করিতে হইবে, তখনই সকল সম্পত্তি ঐশ্বর্য্য রত্ন অর্থ ধন কড়ি সব কোথায় পড়িয়া থাকিবে। এই সকল যখন মনেতে আইসে ও হয়, তখনই বৈরাগ্য যুক্ত হইয়া, এ মায়ামোহের অনিত্য অসার সংসার আর কিছুতেই ভাল লাগে না। অতএব এক্ষণে সময় থাকিতে থাকিতে যাহাতে সকলের অন্তর ভিতর জগতের যে পরশমণি পরমধন হৃদয়েরনাথকে পাওয়া যায়, তাহাই চেষ্টা অগ্রে করা অতি আবশ্যক।

৫৬। আমি এই সামান্য ধনের অভিলাষী নহি, কেবলই সেই অমূল্যধন যে পরশমণি পরমধনের কাঙ্গালী ভিখারী, এক্ষণে তাঁহার নিকট সদাই এই প্রার্থনা করিতেছে, যে দয়া ও কৃপা করিয়া এ শরণাগত মহাপাপী নরাধমতক

শ্রীচরণে ত্বরায় স্থান দান করুন, আর কিছুই আশা বাঞ্ছা করি নাই। যাহাতে এমায়ামোহের ভয়ানক ভবযন্ত্রণার কারাগার ও দেহ বেড়ী এবং এসংসার শিকল বন্ধন হইতে ত্বরায় মোচন হই, এই দয়া ও কৃপা করিয়া আশীর্ব্বাদ করুন, সকল ভাই ভগিনীদেরও কৃপা করিয়া সকলকেও এই আশীর্ব্বাদ করুন।

৫৭। আজকাল অনেকেই উপাখ্যান নাটক ও বিশুদ্ধগ্রন্থ সকল পাঠ করিয়া, আনন্দে উল্লাসে সব পুলকিত হইয়া থাকেন। কিন্তু মৎপ্রণীত এই ক্ষুদ্র গ্রন্থতে উৎকৃষ্ট রচনা বিশুদ্ধতা ও নৈপুণ্যতা কিছুই নাই। তবে আমি এক জন মহাপাপী নরাধম পাপ ব্যাধির যন্ত্রণার জ্বালায় বড়ই দুঃখ কষ্ট ক্লেশ যন্ত্রণা পাইয়া ভোগ করিয়াছি, এজন্যই সকলকে সচেতন করিবার নিমিত্ত জানাইয়া কহিতেছি, যাহারা এইরূপ পাপপীড়ার যন্ত্রণা সকল পাইতেছেন, তাহাদেরই সব ক্লেশ যন্ত্রণা দুঃখ কষ্ট দূর হইবার জন্য এই "আধ্যাত্মিক জ্ঞানোপদেশ-সার" নামক গ্রন্থখানি সকলকে বিদিত করিবার জন্যই সন ১২৮৭ সালে প্রথমখানি যত খ্রীষ্ট ব্রাহ্ম বৈষ্ণব আর আর শাস্ত্র হইতে যাহা সংগ্রহ করা হয়, তাহাই প্রকাশ করিয়াছি। আবার এই দ্বিতীয় খানি এই কএক বৎসরের প্রকৃতি সাধনের যাহা কিছু অল্প সংস্করণ হওয়াতে একারণ এখানিও পুনরায় মুদ্রিত করিতে হইতেছে, যাঁহারা এই দুইখানি পুস্তক, সাধকের জীবনের ও মনের ভাবের সকল পরিবর্ত্তনেয় বিষয়ের বুঝিয়া দেখিয়া,এই সকল ব্রহ্মমন্ত্রের বীজের সার হৃদয়ক্ষেত্রে ধারণ করিয়া, সাধন পালন ও রক্ষা করিলেই, অঙ্কুর হইয়া ক্রমে ক্রমে মহামহা বৃক্ষ সকল উৎপন্ন হইয়া, চতুর্ব্বর্গের ফল, ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়া, ভোগ করিবেন আর পাপাধর্ম্ম হইতে ক্রমে ক্রমে উদ্ধার হইয়া, মুক্ত হইয়া শুচিশুদ্ধ নির্ম্মল পবিত্র হইতে পারিবেন, যাহাতে সকলে পবিত্র হইতে পারেন, এমত সব উপায় চেষ্টা কর।

৫৮। সকল ধর্ম্মশাস্ত্রের যত নিয়ম বেদ-বিধিবিধান ও পুরাণের যত উপাখ্যান দৃষ্টান্ত গল্পর কল্পনার উপমা রূপক কাব্য কবিতার যাহা সকল নবরসাভাষের ভাবের সকল সার তাৎপর্য্য অর্থ মর্ম্ম, তাহা সকল সাধুভক্তেরা গ্রহণও অনুকরণ করিয়া, সাধন পালন ও রক্ষা করিতেছেন,আর পণ্ডিতবরেরা ইহার সকল যত সব শুদ্ধাশুদ্ধ সত্য মিথ্যা রূপক কল্পনার ও বিজ্ঞান অভিজ্ঞান

লইয়া কেবলই সকলে তর্ক বিতর্ক করিতেছেন আর সাধারণ লোকেরা আর আর যত ইহার যাহা অসার গ্রহণ করিয়া ও সেই সকল লইয়া পশু অসুর ও শয়তানের সব কর্ম্ম কার্য্য সকল করিতেছে।

৫৯। পঞ্চম হইতে দ্বাদশ বৎসর পর্য্যন্ত, শিশুকালে নীতিকথা সকল অভ্যাস কর, দ্বাদশ হইতে বিংশতি, বাল্যকালে সকলে নানাবিধ বিদ্যা বিজ্ঞান সকল পাঠ ও শিক্ষা কর, বিংশতি হইতে ত্রিশ যুবাকালে নানাবিধ ধর্ম্মশাস্ত্র বেদবিধি বিধান পুরাণ আর আর যত শাস্ত্র যাহা;আছে, সকল গ্রহণ কবিয়া, অধ্যয়ণ পাঠ শ্রবণ চিন্তা চর্চ্চা আলোচনা সব কর, ও ত্রিশ হইতে পঞ্চাশ প্রাজ্ঞকালে সকলে এই সংসারেতেই ভক্তি-জ্ঞান কর্ম্ম-যোগ সাধনেতে ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষর চতুর্বর্গেব ফল সকল প্রাপ্ত হইয়া, সব ভোগ কর এবং পঞ্চাশ হইতে বৃদ্ধকালে কেবলই শ্রীহরিনামের কীর্ত্তন ও গুণানুগান এবং সাধু সঙ্গ করিযা, যাহাতে অমব অনন্ত নবজীবন চিরস্থায়ীর জন্য প্রাপ্ত হয়, তাহাই চেষ্টা কর, কিন্তু চিরকাল যেন ধর্ম্ম কর্ম্মতে সকলকার রতি মতি গতি থাকে, আর স্ত্রীলোকেদের এই মহাব্রত, কেবলই পতির সহিত সহধর্ম্মিণী হইয়া, স্বামীকে ও সাধু ভক্তদের সেবা কর; সাবধান হও. যেন কেহ কখনই বিধর্ম্মিণী হইও না, আর যদি কোন নর কিংবা নারী বিধবা হইলেই, উভয়েতেই যেন ব্রহ্মচারিণী ও ব্রহ্মচারী হওয়া কর্ত্তব্য, কারণ প্রকৃত বিবাহ যাহা তাহা চিরঅন্তকালের নিমিত্ত এক, আর যত সকল বহুবিবাহ ও পরদার যাহা সব হইতেছে, তাহা কেবলই কামুকদের ইন্দ্রিয় কামাশক্তিব চরিতার্থের কারণ মাত্র, তেমনিই এক্ষণে সকল জীবেরও জন্ম হইতেছে, আর সেই সকল পুত্র কন্যাতে একারণ পিতামাতাকে নিজেব দোষের অপরাধের জন্য সব কত দুঃখ কষ্ট জ্বালা যন্ত্রণা সকল ভোগ করিতে হইতেছে। যাঁহাদের দশ ইন্দ্রিয় দমন ও ষড়রিপু জয় হইতেছে, তাঁহারাই ধন্য মহাবীর এবং পাপাধর্ম্ম ব্যভিচারকে অনায়াসে সব পরাজয় করিতেছেন এবং ধর্ম্মের পথেরও অনুসন্ধান করিয়া সহজে দেখিতে পাইতেছেন।

৬০। ধর্ম্মজীবনের কেবলই এই সার, যাহা তুমি ভাল বাস এবং ইচ্ছা কর, তাহাই সকলের প্রতি যাহা কর্ত্তব্য কর্ম্ম সব করিতে হয়, তাহাই ব্যবহার কবিয়া প্রদর্শন কর এবং সকলকে প্রেম প্রণয় কব. ধর্ম্ম যে শব্দবাক্য

বাহ্য বাহিরের কেবলই আড়ম্বর নহে, ধর্ম্মজীবন সকলকার অন্তব ভিতর আধ্যাত্মিকও চাহি ও করিতেই হইবেই হইবেই, অধর্ম্মের যতদূব জোর বিক্রম ক্ষমতা আছে, ততদূর পরাক্রম প্রকাশ হউক, এমন সময় একদিন হইবে, যে ধর্ম্মেব জয় হইবেই হইবেই, যথায় ধর্ম্ম তথায় জয, পাপ করিলেই ভুগিতে হয, ভালর ভাল চিবকাল, মন্দব ভাল ও সুখ অতি অল্প কিয়ৎক্ষণ পরে কেবলই যন্ত্রণা মাত্র সার।

৬১। গুরু অধ্যাপক আচার্য্য উপাচার্য্য প্রচারকদের যেন আচার আহার ব্যবহাব শুচি শুদ্ধ এবং স্বভাব-চরিত্র বিশুদ্ধ নির্ম্মল পবিত্র হয়। ইহা না হইলেই, একারণ আজকাল সর্ব্বত্র স্থানে এই কেবল সব দেখা যাইতেছে, যে যত সকল প্রচাবকবা আহাব বিহাব বিলাস-বাসনার নিমিত্ত বেতনভুগি হইয়া ধর্ম্মকে বিকৃতি ব্যভিচার সকল করিতেছে, এজন্যই এই গুরুতর কার্য্যেতে হস্তক্ষেপন কেহ করিবেন না, ও ভারও লইবেন না, আর কথনই কেহ মনুষ্যেব বেতনেতে ধর্ম্ম প্রচারক আচার্য্য উপাচার্য্য গুরু-অধ্যাপক হইও না, কেবলই পবমেশ্বরের অন্ন খাইয়া, তাঁহারই কর্ম্ম কার্য্য সকল করিয়া, সত্যকে প্রকাশ কর, যিনিই সকলকার গুরু।

৬২। এমন সময় হইয়া আসিযাছে, যে সকলেই একই সত্যধর্ম্মমতা-বলম্বী হইযা, "শ্রীহরি সচ্চিদানন্দ মঙ্গলময়েব" নাম সব কীর্ত্তন ও গুণানুগান করিবেন। এই নামের মাহাত্ম্য মহিমাতে, যত সব মহামহাপাপী নরাধমেরা সকল উদ্ধাব হইতে থাকিবেন। শ্রীহবিনামেব কীর্ত্তন ও গুণানুগান এবং সাধু সঙ্গ কব, আর সকলে একাত্মা হইয়া পবস্পরে প্রেম প্রণয় ও সেবা কর ; প্রেমই একমাত্র রত্ন ধন, এ ধন না সঞ্চয করিতে পারিলে কি লইয়া সকলে পথেব সব সম্বল ও চিবকালেব ভোগেব নিমিত্ত করিবেন। সকল ভাই ভগিনীরা বৈরাগী বৈষ্ণব বৈষ্ণবী হইয়া দেবদেবী হও।

৬৩। ঠাকুর ! তোমার লীলাখেলা সব কে বুঝিতে পারে। জীব সকলকে কর্ম্মসূত্রে চতুর্দ্দশ ভুবনে কাহাকে সাংসাবী ও উদাসীন করিয়া নাট্যশালায় সব কাঁদাইয়া হাসাইয়া নাচাইতেছো ও দেবতাকে কীট ও কীটকে দেবতা সকল করিতেছো, তুমি তো সকল কর্ম্মসূত্রের মূলাধারকর্ত্তা ও সাধকেবও সদ্-গুরু বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞান চৈতন্য, কৃপা করিয়া আমার হৃৎবেদিতে উপবেশন

করিয়া হৃদয়কমলে ।বসিয়া তোমার যত সব ভেল্কীবাজীর খেলা দেখাইয়া বুঝাইয়া দেও, তুমিই জ্যোতিঃ, আমার অন্তর ভিতর জগতে প্রকাশিত হও, তুমি যাহাকে দেখা দাও, সেই তোমাকে দেখিতেই পায়, আর তোমারই সকল কর্ম্ম কার্য্যের বিষয়ের বিশেষ কারণ সব দেখিয়া শুনিয়া বুঝিতে পারেন।

৬৪। খুঁটী লাঠী কাটীকুটি সকলই সব মিথ্যার আটি, অগ্নিতেই সব ভস্মরাশি, ধর সত্যের খুঁটী, হও দণ্ডীব্রহ্মচারী।

৬৫। আমি তুমি তিনি অমুক সকলই ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতিস্বরূপ, আমি তুমি তিনি এই সকল ভ্রম ভ্রান্তি যাইলেই, কেবলই একচিন্ময় অদ্বৈত চৈতন্য যিনিই নিত্যানন্দ।

রাগিণী ভৈরব—তাল ঢিমেতেতালা।

ভজ চৈতন্য, কহ চৈতন্য, লহ চৈতন্য নাম রে। যার নাই চৈতন্য সেত,
পাষাণ সমান রে।

প্রেমানন্দে ভজ সদা নিত্যানন্দ নাম রে। নিরানন্দ যাবে, পাবে নিত্যানন্দ-
ধাম রে।

যেনা ভজে নিত্যানন্দ নিরানন্দ তার রে। যেনা ভজে চৈতন্য, তার
অচৈতন্য সার রে।

নাম সাধন বিনা জীবের নাহি পরিত্রাণ রে। সঙ্কল্প করিয়া ভজ, হবে পূর্ণ
কাম রে।

নিষ্কামী হইয়ে, কর নাম গুণ গান রে। প্রেমানন্দ পাবে, কর নাম রস
পান রে।

ত্রিভুবনে কিছু নাই নামের সমান রে। নামনামী একই বস্তু, ইতে নাহি
আন্ রে॥

রাগিণী ঝাঁরোয়া—তাল ঠংরি।

কর বিভুব গুণ গান,
জীবের জীবন যিনি জগতের প্রাণ।
বল তুমি কোথায় ছিলে, হেথায় তোমায় কে আনিলে,
এ গূঢ় রহস্য কিছু করেছ সন্ধান।
লোকে বলে কর্ম্মফলে এসেছ এ ভূমণ্ডলে,
সে ফল কিন্তু কে ফলালে, তার কি ছিলনাক জ্ঞান।
কেহ বলে লীলাময়, যাহা ইচ্ছা তাহা হয়,
কারে অবিদ্যায আবৃত করে, কেহ পায দিব্য জ্ঞান।
বেদশাস্ত্র পুরাণাদি, রয়েছে বটে গাদি গাদি,
তুমি কল্লে কেবল বাদাবাদী, তোমার সুধুই অনুমান।
তুমি কে তা অগ্রে জান, পশ্চাতে তাঁহারে চেন,
বালির উপরে কোটা করো না নির্ম্মাণ।
অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপে, বিভু আছেন আত্মারূপে,
ডুবনা হে ভ্রমকূপে, না করে সন্ধান॥ ২॥

রাগিণী খট ভৈরবী—তাল একতালা।

সবে বল হরি হরি হরি। আর কি হরি নাম করিয়ে বিরাম,
ভুলে পরিণাম, বিষয় সেবা করি (মোহের পাকে)।
এস মনের আনন্দে, হবিব পদারবিন্দে সঁপে প্রাণ মন,
ঘুচাই নিরানন্দে, অন্ধকারে মজে কি হবে আর কেঁদে,
আর কি পড়ে ফাঁদে, হাহাকাব করি (মাযার প্রলোভনে)।
আব কি ধন মান জীবন যৌবন, আর কি পরিজন আমার
প্রযোজন, তাঁহাব পদে সব করে সমর্পণ, জীবনমুক্ত হব
আশা পরিহরি (সকল ছেড়ে)॥ ৩॥

জয় মঙ্গলময় শ্রীহরি, সচ্চিদানন্দ হরে !!!

সত্য-মেবজয়তে।

শান্তি, শান্তি; শান্তি।

সম্পূর্ণ।

শুদ্ধিপত্র।

—**—

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ।
২	১৪	চতুর্ব্বর্গ	চতুর্বর্গ
৪	১০	নির্ব্বর্ণ	নির্বর্ণ
৬	৮	যন্ত্রণায়	যন্ত্রণার
ঐ	১৪	জ্যোতি	জ্যোতিঃ
৯	৩	হইবে	হইবেই
ঐ	২৩	মিথ্যা	মিথ্যা
১৫	১৭	ঙ্কর্ম্মসূত্রে	কর্ম্মসূত্রে
১৭	১২	তাঁহারাই	তাঁহারই
ঐ	১৫	জড়তে	জড়েতে
ঐ	১৯	আত্মারমণ	আত্মরমণ
১৮	২৭	তখমই	তখনই
২২	১২	হইবে	হইবেই
ঐ	২৬	ব্রহ্মা	ব্রহ্ম
২৩	১১	পাপত্মারা	পাপাত্মারা
২৫	২৪	পাপ; ধর্ম্ম	পাপাধর্ম্ম
২৬	৯	কুলটাতে	কুলটা
২৮	৯	এ	কেএ
৩৩	৪	কটোরা	কটোরামে
ঐ	২০	অন্তর্য্যামী	অন্তর্যামী
৩৭	২৭	নিবণ	নির্বর্ণ
৪০	২	ইহার	ইহারা